ত্র্যহস্পর্শ।

বা

সুখী পরিবার।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়

প্রণীত।

শ্রীবীরেন্দ্র লাল ভাদুড়ী

কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০৭।

মূল্য ।৵০

উৎসর্গ।

সুহৃদ্বর শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

মহোদয় করকমলেষু

ওহে—

তুমি ত একজন কবি ও বুদ্ধিমান লোক। এই বহিখানি পড়িও। প্রহসন খানিকে উদ্দেশ্যহীন বিবেচনা করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ গৌরবের হেতু না থাকিলেও সাধারণের পক্ষে যে টুকু আমোদ সেই টুকুই nett লাভ। তবে যদি তুমি ইহার মধ্যে কোন গূঢ় ও গুরু উদ্দেশ্য দেখ তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় as you like itএর Dukeএর ন্যায় একজন মহাত্মা ব্যক্তি, যিনি

"Found tongue in trees, books in the
running brooks,
Sermons in stones and good in
every thing."

তোমার সুহৃৎ

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

পাত্র।

বিজয়গোপাল	রাজা
আনন্দগোপাল	তৎপুত্র (মধ্যম)
কিশোরগোপাল	তৎপৌত্র (জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র)
ভূদেব	স্বভাবসিদ্ধ ডাক্তার
শ্যামল	ভূদেবের ভগিনীপতি
অনঙ্গ অতুল যাদব	শ্যামলের সহচরবর্গ
কুঞ্জ বিপিন মথুর বৃন্দাবন ইত্যাদি	রাজার পারিষদ্‌বর্গ

পাত্রী।

রাণী	বিজয়গোপালের স্ত্রী
শেফালিকা	রাণীর দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী
মতিয়া	জনৈক নারী
বাঁশি বেহালা মন্দিরা সারং এস্রাজ ইত্যাদি	রাণীর সখীবর্গ।

প্রতিবেশিবর্গ, দরওয়ান, বালকগণ, বারবিলাসিনীগণ প্রভৃতি।

ত্র্যহস্পর্শ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভূদেবের বৈঠকখানা।

ভূদেব, শ্যামল, অতুল, অনঙ্গ ও যাদব।

ভূদেব। রাজা বিজয় গোপাল ক'পুরুষের রাজা হে?

শ্যামল। ক'পুরুষের আবার? ওর বাপ্ ছিল ফ্রড্ কোম্পানির আপিসের মুচ্ছুদ্দী। সৎ এবং অসৎ উপায়ে অনেক টাকা রোজগার কোরে রেখে যায়। বিজয় সেই টাকার কতক সদ্ব্যয় কোরে রায় বাহাদুর হয়। তার পরে এক দিন সকালে উঠে দেখি যে বেটা রাজা বনে গিয়েছে।

অতুল। আরে সে বেটার কথা কও কেন?

ভূদেব। কেন?

অতুল। বেটা [illegible]লোক গেলে আসন থেকে ওঠে না।

ভূদেব। [illegible] করে কি?

অতুল। কি আর কর্ব্বে? একটু ঘাড় বেঁকিয়ে গোটা আষ্টেক দাঁত বের করে।

অনঙ্গ। দাঁত বের কর্ব্বে কি! তার ত সম্মুখের গোটা চারেক দাঁত দিবারাত্রি বেরিয়েই আছে।

অতুল। না হে না। তা ছাড়া আরো গোটা চারেক বের করে।

ভূদেব। এক পুরুষে আর কত হবে? বুনিয়াদি চাল চাও ত দাদা—[বুকে হাত দিয়া] এ বুনিয়াদি বংশ চাই।

যাদব। যদিও ভাঁড়ে মা ভবানী!

ভূদেব। বুঝ্‌লে শ্যামল! এই ধমনীতে রাণী অন্নদাসুন্দরীর নীলরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্যামল। গাঁ সম্পর্কে পাড়া ওজোড়। রাণী অন্নদাসুন্দরীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি হে?

ভূদেব। আছে হে আছে। যদিও সম্পর্কটা কি, ঠিক্ মনে হচ্ছে না। আমার মায়ের পিস্‌তুত বোনের এক ভাসুরের শ্বশুরের সঙ্গে রাণী অন্নদাসুন্দরীর মেসোর শালার শাশুড়ীর কি একটা সম্পর্ক ছিল যেন।

অতুল। তাহলে সম্পর্কটা ভারী ঘনিষ্ট বল্‌তে হবে!

ভূদেব। তার ওপরে আমার—প্রপিতামহ কি প্রমাতামহ ঠিক্ মনে হচ্ছে না—নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর হাতে একটা কি যেন খেতাব পেতে পেতে ফস্কে যান।

শ্যামল। বল কি হে! এতদূর?

ভূদেব। কি বল্‌বো দাদা, যদি বিষ্যুৎবারের বারবেলায় না জন্মাতাম।

যাদব। আহা কি ছাঁই বেড়ালে খেয়েছে!

ভূদেব। আমার জীবনের ইতিহাসটা বরাবর এই রকম;, একটা বড় লোক হ'তে হ'তে, হ'তে পাল্লিয়ম্‌নী।

শ্যামল। কি রকম?

ভূদেব। প্রথমে দেখ চেহারাখানা। যদি চোক দুটো একটু বড় হোত, নাকটা একটু লম্বা হোত, কপালটা একটু নিটোল হোত, শরীরটা আর একটু লম্বা হোত, আর রংটা আর একটু ফর্সা হোত—তাহলে—

অতুল। তাহলে রতিপতি কন্দর্প হয়েছিলে আর কি!

অনঙ্গ। খুব কাছ ঘেঁসে গিয়েছিলে যা হোক!

ভূদেব। ঐ বিষ্যুৎবারের বারবেলা! তার পর দেখো বিদ্যে।—ছেলে বেলায় যদি একটু মন দিয়ে পড়্‌তাম—

অনঙ্গ। তাহলেই একটা বিদ্যাদিগ্‌গজ হতে।

ভূদেব। তার ওপরে বংশ।

যাদব। থাক্। যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। তার ওপরে আর বংশ কেন ভাই?

আনন্দগোপালের প্রবেশ।

শ্যামল। কি হে কুমার বাহাদুর! অসময়ে যে?

আনন্দ। আমি তোমার ওখানে গিইছিলাম। শুন্‌লাম গিয়ে, যে তোমরা সব ডাক্তার বাবুর এখানে আড্ডা গেড়েছো। তাই এখানে এলাম।

শ্যামল। তা বেশ করেছো। আমার বাড়ীতে বস্‌বার

জায়গার সম্প্রতি একটু সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ডাক্তার বাবুর বাসাটা বেশ খোলা—এখন থেকে এখানেই আড্ডাটা ফেঁদেছি, এস তোমাকে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেই। [ভূদেবকে দেখাইয়া] ইনিই ডাক্তার বাবু।—নাম ভূদেবচন্দ্র ভাদুড়ী। সম্প্রতি এখানে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিস্ কর্ত্তে এসেছেন।

অনঙ্গ। আর সেটাও বোলো যে আগে ইনি ডাক্তার বেহারি ভাদুড়ীর বাড়ীতে বাজার সরকার ছিলেন। তার পরে একটা চব্বিশ শিশির বাক্স কিনে আর ডাক্তার ভাদুড়ীর "চিকিৎসাবিজ্ঞান" পড়ে হঠাৎ হোমিও-প্যাথিতে ওস্তাদ্ হোয়ে উঠেছেন।

অতুল। আঃ নিন্দে কর কেন। তোমার কেমন নিন্দে করা স্বভাব! [আনন্দকে] না আনন্দ ইনি ডাক্তারি শাস্ত্রে সত্যিই ভারী পণ্ডিত।

যাদব। সম্পর্কটা চেপে যাও কেন শ্যামল ?

শ্যামল। হাঁ আর বলতে কি—ইনি আমার ভাই, যা বল্লে বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর গালাগালি দেওয়া হয়। আর ভূদেব বোধ হয় বুঝেছো, ইনি আমাদের রাজা বিজয়গোপালের পুত্র কুমার বাহাদুর আনন্দ গোপাল—অতি অমায়িক লোক।

আনন্দ। মশায় আপনার সঙ্গে পরিচয় কোরে বড় আপ্যায়িত হলাম।

ভূদেব। [বিনয় সহকারে] আমিও তদ্রূপ।

আনন্দ। আপনি যখন শ্যামলের শ্যালক তখন আমাদেরও তাই।

ভূদেব। বড় আনন্দের কথা। আপনাদের শ্যালক হওয়া আমার পরম সৌভাগ্যের কথা।

অনঙ্গ। বলি পরিচয় ত হয়ে গেল। এখন খবর কি ?

আনন্দ। একটা বিশেষ দরকারে এলাম।

যাদব। কি কারো ওপর নজর পড়েছে নাকি ?

আনন্দ। কাছাকাছি বটে। আমি বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছি।

অতুল। [লাফাইয়া উঠিয়া] তোমার বিয়ে

আনন্দ। কেন আমার বিয়ে হ'তে নেই ? বলুন ত ডাক্তার বাবু—

ভূদেব। [সম্মতি-জ্ঞাপক ঘাড় নাড়িয়া] খুব আছে। Shakespearএর Origin of Condensed Milk এ এ বিষয়ে একটা ভারী সুন্দর lecture আছে।

অনঙ্গ। বিয়ে ? এমন কাজ কোরোনা কোরোনা।

আনন্দ। কেন ?

শ্যামল। খাসা আছো দাদা,—খাসা বেড়াচ্ছো—নেচে কুঁদে—

যাদব। ফিন্‌ফিনে ঢাকাই পোরে—

অনঙ্গ। উড়ুনি উড়িয়ে—

অতুল। বার্ণিশ্ করা জুতো পায়ে দিয়ে—

শ্যামল। ছড়ি ঘুরিয়ে—

অনঙ্গ। গোঁফে তা দিয়ে—

অতুল। নিধুর টপ্পা গেয়ে—

যাদব। মুচ্‌কি হেসে—

শ্যামল। আবার বিয়ে কেন?

যাদব। এরূপ টনটনে নির্ব্বুদ্ধিতা ত প্রায় দেখা যায় না!

অতুল। এ রোগ ত তোমার ছিল না।

আনন্দ। রোগ কিসের?

অতুল। রোগ? বিষম রোগ। বলত ভূদেব বাবু, এ একটা রোগ নয়?

ভূদেব। হাঁ—তা—এ একটা রোগ বৈ কি, Egyptian Pharmacopeaতে একে Potentia Rogofobia বলে। বড় আশ্চর্য্য ব্যামো। বিয়ে হলেই সেরে যায়। হোমিওপ্যাথিতে এর আশ্চর্য্য এক ওষুধ আছে। আশ্চর্য্য!

শ্যামল। হাঁ ভূদেব তুমি এঁকে treatment করো ত।

ভূদেব। এক্ষনি। মশায়ের রাতে ঘুম হয়?

আনন্দ। তা হয় বৈকি।

ভূদেব। মশায়ের সময়ে স্নান না হলে কি হাত পা ঝিন্ ঝিন্ করে?

আনন্দ। হাঁ একটু করে যেন।

ভূদেব। আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে whisky না খেলে মাথা ভোঁ ভোঁ করে?

আনন্দ। তা করে।

ভূদেব। আর এই দুপর বেলা—এই দশটা এগারটার সময়,—খাবারের দেরি হলে মেজাজ রি রি করে?

আনন্দ। সেটা খুব করে।

ভূদেব। তবে কোন ভাবনা নেই। রোগ চিহ্ন রয়েছে।

আনন্দ। কি রকম ?

ভূদেব। বসুন ওষুধ দিচ্ছি, [ঔষধ তৈয়ার করিতে ব্যস্ত।]

আনন্দ। কি বিরক্ত করেন ?

অতুল। বিরক্ত নয় হে, এঁর ওষুধ খাও, ভাল হবে— নিশ্চিত আরাম হবে।

শ্যামল। ওহে কুমার বাহাদুর! তোমাদের না একজন family physician দরকার আছে ?

আনন্দ। হাঁ বাবা মশায় বল্‌ছিলেন বটে।

শ্যামল। তবে এঁকে নেওনা। ইনি ডাক্তার খুব ভালো।

অনঙ্গ। আর এঁরা খুব বুনিয়াদি বংশ।

যাদব। আবার বংশ !

আনন্দ। আচ্ছা বাবামশায়কে বল্‌বো।

ভূদেব। [ঔষধ পূর্ণ শিশি আনিয়া] এই নেন ; label টেবল্ করা ঠিক্ আছে। রাত দুপরে ঘুম থেকে উঠে একবার খাবেন, আর সকালে সন্দেশ খাবার আগেই একবার খাবেন। খেলেই বিয়ে করার বাতিক সেরে যাবেএখনি।

আনন্দ। কিন্তু বিয়ের যে সব ঠিক্।

অতুল। "ঠিক্" কি রকম ?

আনন্দ। বিয়ের প্রায় সবই ঠিক্। কেবল পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্যামল। তাহলে ত সবই ঠিক দেখ্‌ছি। নাহে না, আর বাধা দিয়ে কাজ নেই, যখন এতদূর ঠিক্ হয়ে গিয়েছে,—

যাদব। পাত্রী পাওয়া যাবে কি! তোমার যে সুনাম!

অতুল। তোমার সঙ্গে কে বিয়ে দেবে বল?

ভূদেব। মশায় পাত্রী পাচ্ছেন না? আমি পাত্রী দিচ্ছি। আপনারা কায়েত দত্ত?

আনন্দ। আজ্ঞা হাঁ।

ভূদেব। অবিশ্যি একটি সুন্দরী পাত্রী চান?

শ্যামল। নাঃ উনি একটি বোঁচা কালো কিম্ভূতকিমাকার পাত্রী চান।

ভূদেব। আর অবিশ্যি একটি ছোট মেয়ে চান?

যাদব। নয়ত কি, তোমার বিশ্বাস উনি একটা পিসি মাসী বিয়ে কর্ত্তে চান?

ভূদেব। ব্যস্! ঠিক্ মিলে যাচ্ছে। আমি ঠিক্ ঐ রকম একটি পাত্রী জানি। মেয়েটি সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী—

অনঙ্গ। নাচ্‌তে জানে?

আনন্দ। মশায় সত্যি বল্‌ছেন?

ভূদেব। সত্যি। মশায় আমাকে দেখে কি মিথ্যে কইবার লোক বোলে বোধ হয়? জানেন মশায়, এই ধমনীতে রাণী অন্নদাসুন্দরীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

আনন্দ। মেয়েটিকে কবে দেখা যায়?

ভূদেব। এক্ষনি!—না মশায় দুদিন সবুর কর্ত্তে হবে। মেয়েটি দুদিন পরেই প্রসব হবে।

আনন্দ। প্রসব হবে? তবে মেয়েটি কি অন্তঃস্বত্ত্বা?

ভূদেব। বলেন কি মশায়? যে মেয়ে অন্তঃস্বত্ত্বা তার সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ কর্ব্ব? আমাকে কি এমনি

লোক পেয়েছেন? আমার বলার উদ্দেশ্য --এঁ্যা—যে মেয়েটি এখনো ভূমিষ্ঠ হয় নি। এই দুই এক দিনের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় আর কি।

আনন্দ। [শ্যামলকে] এ রকম রত্ন তোমার ভাণ্ডারে আর কটি আছে?

শ্যামল। কটা চাও।

আনন্দ। এই রকম একটি পাত্রী জোগাড় করো না।

শ্যামল। এই রকম গোঁফওয়ালা?

ভূদেব। [সহসা] হয়েছে হয়েছে। আর একটি পাত্রী আছে। তবে তার একটু বয়েস্ হয়েছে,—

আনন্দ। কত বয়েস্?

ভূদেব। খুব বেশী নয়। এই বছর পঁয়তাল্লিশেক।

শ্যামল। থাক্! আর কাজ নেই! এখন ওঠ।

অনঙ্গ। বেলা কত হোল? ভূদেবের ঘড়িতে যে তিনটে হে।

ভূদেব। তিনটে নাকি? তবে ঠিক্ হোয়েছে। এখন তাহলে বেলা সাড়ে দশটা।

অতুল। তাহলে ভূদেবের ঘড়িটা ত ভারী ঠিক্ বল্‌তে হবে!

ভূদেব। আশ্চর্য্য! ওটা খুব ভাল ঘড়ি। তবে ঠিক্ চলে না ঐ যা দোষ। যখন ছোট কাঁটাটা ৬টার ঘরে তখন ঠং ঠং কোরে ১২টা বাজে, আর আমি বুঝি যে বেলা তিনটে।

অনঙ্গ। এখন উঠ্‌বে?—

শ্যামল। চল।

ভূদেব। [আনন্দকে] মশায় আপনি কিছু ভাব্‌বেন না।

আমি দিনচারেকের মধ্যে একটি পাত্রী যোগাড় কোরে দিয়ে তবে আর কাজ। তদবধি এই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কল্লাম।

শ্যামল। তুমি নিজের পাত্রী আগে খোঁজ।

আনন্দ। কি, মশায়ের কি এখনো বিয়ে হয়নি?

ভূদেব। [চুম্‌কুড়ি দিয়া] আর সে দুঃখের কথা কন্ কেন!

অতুল। কেন?

ভূদেব। ঐ বিষ্যুৎবারের বারবেলা!

আনন্দ। সে কি রকম?

শ্যামল। উনি সম্প্রতি এক জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলেন সে বল্লে যে ওঁর জীবনে বড় কিছু সুবিধা হবে না, কারণ ওঁর জন্ম হয় বিষ্যুৎ বারের বারবেলায়।

আনন্দ। [ভূদেবকে] সত্যি মশায়?

ভূদেব। [চুম্‌কুড়ি দিয়া] কি বল্‌বো মশায়? শত্রুতেও যেন বিষ্যুৎবারের বারবেলাতে জন্মগ্রহণ না করে।

গীত।

পারত জন্মোনা কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা,
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পারবেনাক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল,
দিল তাই, কালো কোরে, রোদে ধোরে, মাখিয়ে
মাখিয়ে তৈল।
দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিলনাক মায়ের দুধ,
কোরে দিল বুদ্ধি যত গরুর মত, খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ।

পরে, মিলে আমায় আট্টা মামায়, বাবার সেই আট শালায়,
হোতে না হোতে বড়, দিয়ে চড়, পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।
পরে ঐ গুরুমশাই (যেন কশাই) দিয়ে চাঁটি শর্ম্মারে
করে দিল, শরীর চাকার তুল্য আকার, বিদ্যেয় পক্ক রম্ভারে,
বাবা, আমি প্রস্থেই জেঁকে বাড়্ছি দেখে, ইস্কুল থেকে
ছাড়িয়ে নিল,
দিল মোর চাকরি কোরে, তারাও মোরে, দুদিন পরে
তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ, বিয়ে দিতে নিয়ে,
ঘরে গেল,
দেখে মোর বুদ্ধি রম্ভা, বিদ্যেয় 'হম্বা' কনের দরও
চড়ে গেল,
হায় ! গো বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেল্লাম বোলে, জোন্মে ভুলে বিষ্যুৎবারের
বারবেলা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজবাটীর উদ্যান।

বেড়াইতে বেড়াইতে শেফালিকার প্রবেশ।

শেফালিকা। বেশ বাগানটি। ইচ্ছে করে যে এখানে রোজ রোজ এসে মালা গাঁথি, আর গান গাই। এখানকার সবই ভালো। কেবল ঐ বুড়ো রাজাটা দিবারাত্রি আমাকে জ্বালাতন করে। একা আছি দেখ্‌লেই অমনি বাঁহাতে কালাপেড়ে ধুতির কোঁচা ধো'রে, আর ডান হাতে কলপ দেওয়া গোঁপে তা দিতে দিতে, বাঁধানো দাঁতে মুচ্‌কি হেসে, আলাপ সুরু কোরে দেয়। দেখে আমার গা জ্বলে যায়। রাজার মেজো ছেলেটি মন্দ নয়; কিন্তু রাজার নাতিটি একেবারে সবার সেরা। শুন্‌লাম সে রোজ এখানে এসে স্কুলের পড়া মুখস্থ করে। দেখি আজ আসে কিনা। কৈ! এখনো ত দেখা নেই। ঐ ঐ যে আস্‌ছে। আমি তবে এই গাছটিতে এই রকম হেলান দিয়ে, ঘাড়টা এই রকম বাঁদিকে বেঁকিয়ে, এই রকম বিভোর হোয়ে মালা গাঁথি, আর গান গাই। যেন দেখ্‌তেই পাইনি।

গীত।

বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান,
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,—
সোহাগ, আদর, মান, অভিমান, দিন রাতি।

কিশোরের প্রবেশ।

কিশোর। [স্বগত] এই যে, এখানে একলা বসে বকুলের মালা গাঁথা হচ্ছে আর গান গাওয়া হচ্ছে। নিশ্চয় জান্তে পেরেছে যে আমি এয়েছি। অথচ দেখানো হচ্ছে যে কিছুই যেন দেখেনি। সব ভান। আমিও এখানে বসি, যেন কিছুই দেখ্‌তে পাইনি, আর কবিতা আওড়াই—[প্রকাশ্যে]

"শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ;
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।

শেফালিকা। [স্বগত] ঈঃ কবিতা আওড়ানো হচ্ছে। নিশ্চয় ও একটা সরস প্রেমের কবিতা। দুঃখের বিষয় বুঝ্‌তে পাল্লাম না। ঈঃ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হচ্ছে, যেন আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। হুঁ! আবার গাছের নীচে বাঁ হাতের উপর

মাথা রেখে, কাৎ হয়ে শোয়া হোল। ডান হাতে কোঁচাটা ঠিক্ করা হচ্ছে। তেড়ীটাও ঠিক্ আছে কিনা দেখা হচ্ছে। কার জন্যে গো, কার জন্যে? এখানে আমি ছাড়া আর কে আছে? সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। এখন আর নেহাইৎ কচিটি নাই! চোখ রয়েছে বইয়ের উপর, কিন্তু মন রয়েছে এই খানে। আমি উঠে গাইতে গাইতে বেড়িয়ে বেড়াই যেন কিছুই জান্তে পারিনি।

গীত।

কেন, দুরাশ ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা,
কেন, মানব হইয়ে চাহি পিয়িতে অমিয়ধারা?
অবোধ কুমুদ কাঁদে, কেনলো চুমিতে চাঁদে?
যখন অযুত তারা, শশিপ্রেমে মাতোয়ারা।
সমানে সমানে হয়, প্রণয়ের বিনিময়,
মেঘ কি বিজলি ছাড়ি ধরে হৃদে দীপ জ্বালা
রাজা কে কিসের আশে, ভিখারী দুয়ারে আসে?
জোনাকির প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা?

কিশোর। [স্বগত] হুঁ! গানের subjectটা অমনি বদ্‌লে গেল। নিশ্চয় আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে। আমি শপথ কোরে বল্‌তে পারি। অথচ দেখান হচ্ছে যেন দেখ্‌তে পায়নি। এ গান কার জন্যে গো কার জন্যে? এখানে আমি ছাড়া আর কে আছে। সব বুঝি চাঁদ,

সব বুঝি। আমি আর তেমন ছেলে মানুষটি নেই। উনি গান গাচ্ছেন, আমি কি করি? আমি ত গাইতে জানি না। আমি কবিতা আওড়াই। একটাও যে যুতসৈ কবিতা মনে আসছে না।—হয়েছে।—[প্রকাশ্যে]

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর। সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ রণে!—"

শেফালি। [স্বগত] এ কি রকম কবিতা। বর্ত্তমান বিষয়ের সঙ্গে সংস্রব আছে বোলে বোধ হচ্ছে না।—দেখি আর একটু।—

গীত।

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে আমি চিরদিন তারি।
চরণের রেণু ধুয়ে দিতে তার দিব নয়নের বারি॥
তারে দেবতা করিয়ে রাখিব হৃদয়ে সদা তারি অনুরাগী।
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহার লাগি॥

কিশোর। [স্বগত] আমিও একটা কবিতা আওড়াই। কম যাওয়া হবে না। [প্রকাশ্যে]

"ভানু অস্তে গেল, গোধূলি আইল,
রবি করজাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে।"

শেফালিকা। [স্বগত] উঁহু!—হোল না। তবে যাওয়া যাক্—

গীত।

ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি তাহে দুখরোষ নাই রে,
সুখে সে থাকুক, এজগতে তবু, হবে দুজনারি ঠাঁই রে ;
নিরবধি কাল, হয়ত কখন, ভুলিব সে ভালবাসা।
বিপুল জগৎ, হয়ত কোথাও, মিটিবে আমার আশা॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

কিশোর। [স্বগত] বটে!—বেশ! আমিও কবিতা আওড়াতে আওড়াতে উল্টোদিকে চলে যাই। [প্রকাশ্যে]

"ভারতের পতি হীনা নারী বুঝি ঐ রে!
না হলে এমন দশা নারী আর কৈ রে?"
"ঐ শুন ঐ শুন ভেরীর আওয়াজ রে।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ রে॥"
"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে অসি ধরি করে।
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে॥"

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

রাজা ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ।

গীত।

রাজা। দেখ, হোতে পার্ত্তাম আমি মস্ত একটা বীর,
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির।
আর, ঐ বারুদ্‌টার গন্ধ, কেমন করিনে পছন্দ,
আর, শঙিন খাড়া দেখ্‌লেই, মনে লাগে একটা ধন্ধ,
খোলা তরোয়াল্‌ দেখ্‌লেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ
তাই বাক্যে বীরই রোয়ে গেলাম আমি চটে মটেই ত
তা, নৈলে খুব এক বড়—

পারিষদ্‌বর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হোতে পার্ত্তাম্‌ আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ,
কিন্তু, "গবেষণা" শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ;
আর, দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর, তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর, তাঁকে চর্চ্চা কল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই, স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত,—
তা, নইলে বেশ এক ভাল—

পারিষদ্‌বর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হোতে পার্ত্তাম্ নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু, লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গর্‌মিল্ হয় যে সবই,
আর, ভাষাটাও তা ছাড়া মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া;
আর, ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও, দেয়নাক সে সাড়া;
ছাই, হাজারই পা দুলোই, গোঁপে হাজারই দেই চাড়া;
তাই, নীরব কবি হোয়ে রৈলাম, আমি চটে মটেইত,—
তা, নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদ্‌বর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হোতে পার্ত্তাম্ রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ,
কিন্তু, দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত;
আর, মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে;
আর, সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাবগুলি হে
তা, হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে;
তাই, রইলাম বৈটকখানাবক্তা আমি চটে মটেই ত;—
তা, নইলে খুব এক ভারী—

পারিষদ্‌বর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, ক্ষমতাটা ছিল নাক সামান্য বিশেষ;
কেবল, প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চোলেযেতাম বেশ,
হতাম, পেলে সুযোগেও বুঝি একটা যেও সেও;
ওই, কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে নাক কেহ;

তাই, যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে মটেইত—
তা, নইলে—বুঝ্‌লে কি না,—

পারিষদ্‌বর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। কি বল মথুর! মনে কল্লে যে আমি একটা বড় লোক হ'তে পার্ত্তাম এ বিষয়ে সন্দেহ আছে?

মথুর। কিছু না।

রাজা। শক্তটা কি? কি বল বিপিন?

বিপিন। তা বৈ কি মহারাজ।

রাজা। ইচ্ছে কল্লে একটা খুব বড় লোক হ'তে পার্ত্তামই। তবে ইচ্ছে কল্লাম না।— হাঁ বৃন্দাবন! ইচ্ছে কল্লাম না।

বৃন্দাবন। ইচ্ছে করেন না। এই আর কি!

রাজা। ইচ্ছে কল্লাম না। তুমি কি ভাবছো কুঞ্জ?

কুঞ্জ। মহারাজ আমার হঠাৎ একটা পুরোণো গল্প মনে পড়ে গেল।

রাজা। কি গল্প? কুঞ্জ গল্প বল্‌তে ওস্তাদ্।—কি গল্প কুঞ্জ?

কুঞ্জ। গল্পটা হচ্ছে এই। এক নেড়ের এক কুকুর ছিল। সে সেই কুকুরটার ভারী বড়াই কর্ত্ত। বল্‌তো যে সে "কুত্তা মন করে ত শের মারে"। লোকে তাই বিশ্বাস কর্ত্ত। একদিন কুকুরটা একটা শিয়াল দেখে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে দেখে, একজন বল্লে যে কি মিঞা তোমার কুকুর "মন করে ত শের মারে" তবে শিয়াল দেখে পালায় কেন? "মন করে

ত শের মারে" না? তখন মিঞা বল্লে যে "আওর মন নেই করে ত নেই মারে।"

ভূদেবের প্রবেশ।

রাজা। এই যে ডাক্তার বাবু এয়েছেন। [পারিষদ্‌বর্গকে] হালে এঁকে রাজপরিবারের ডাক্তার বাহাল করেছি। কি বল মথুর?

মথুর। তা উচিত কার্য্যই করেছেন।

রাজা। [বিপিনকে] ইনি অতি উঁচুদরের ডাক্তার।

বিপিন। দ্বিতীয় বেহারি ভাদুড়ী।

রাজা। ডাক্তারি জানেন; তার উপরে, নাচ্‌তে জানেন, গাইতে জানেন আর—আর কি জানেন ডাক্তার বাবু?

ভূদেব। শুতে জানি, দাঁড়াতে জানি, ডিগ্‌বাজি খেতে জানি। [পারিষদ্‌বর্গ পরম হর্ষযুক্ত]

রাজা। রাণীকে দেখ্‌লেন ডাক্তার বাবু?

ভূদেব। হাঁ দেখ্‌লাম বৈ কি।

রাজা। কি রকম দেখ্‌লেন?

ভূদেব। দেখ্‌লাম তিনি এখন পূর্ণ-যৌবন প্রাপ্তা।

রাজা। না, শরীর কি রকম দেখ্‌লেন?

ভূদেব। শরীর বেশ সুগোল সুঠাম, মাঝারি রকম স্থূলকায়।

রাজা। না ডাক্তার বাবু আমার মানে বুঝ্‌ছেন না? তাঁর অসুখ কি রকম?

ভূদেব। অসুখ! তা—হয় সারবেন না হয় মরবেন, কোন চিন্তা নাই।

কৃষ্ণ। বলেন কি?

ভূদেব। নিঃসন্দেহ। যদি সারেন ত বুঝ্‌বেন যে আমার চিকিৎসায় তিনি সারলেন। আর যদি মরেন, তাহলে কোন চিকিৎসকের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁকে বাঁচায়

রাজা। ডাক্তার বাবু আমার হাতটা দেখুন ত।

ভূদেব। [নাড়ী দেখিয়া] মহারাজ বেশ আছেন। বেঁচে থাক্‌তে আর মর্‌বার কোন ভয় নাই।

কৃষ্ণ। সেটা ঠিক ত?

ভূদেব। ঠিক? একেবারে নিশ্চিত। আপনি বুঝি ডাক্তারি শাস্ত্রটা অধ্যয়ন করেন নি? ভারী আশ্চর্য্য শাস্ত্র, বেঁচে থাক্‌লে একেবারে ঠিক্ বোলে দিতে পারে যে বেঁচে আছে।—আপনি Themistocle's Treatise on Cerebral Congregation বোধ হয় পড়েন নি? বড় উঁচুদরের বই।—আমি মহারাজাকে একটা ঔষধ দিচ্ছি যাতে মহারাজের শীঘ্রই gout কি diabetes হয়।

কৃষ্ণ। রোগ হবার জন্তে ঔষধ?

ভূদেব। জানেন না বুঝি। তবে আপনি Cicero's Oratorio on Fashionable Diseases পড়েন নি বোধ হচ্ছে। ওরকম একটা রোগ না হলে বড় লোক হওয়া যায় না। অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত কেউ হয় নি।

রাজা। কিন্তু ডাক্তার বাবু আমি ইচ্ছে কল্লে একটা বেশ বড়লোক হ'তে পার্ত্তাম।

ভূদেব। অবধারিত। মহারাজের সঙ্গে আমার ও বিষয়ে ভারী মেলে। মহারাজ ইচ্ছে কল্লে একটা বড়-লোক হ'তে পার্ত্তেন, আর আমি বড়লোক হ'তে হ'তে হ'লাম না।—তা কোন ভাবনা নেই। আমি ঔষধ দিয়ে আপনাকে বড়লোক করে দিচ্ছি।

মথুর। ঔষধ দিয়ে বড়লোক করা যায় না কি ?

ভূদেব। ও আপনি Homœopathy পড়েন নি দেখ্‌ছি। Symptomatic Treatment আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

কুঞ্জ। এতে তাহ'লে গরু হারালে পাওয়া যায়।

ভূদেব। ও !—তবে শুনুন। একবার একজনের ঠান্‌দি মারা গিয়েছিল। সে গোঁফ দাড়ি কামিয়ে, শ্রাদ্ধ টাদ্ধ কোরে, আমার কাছে এসে উপস্থিত। আমি, তার ঠান্‌দি কবে মারা গিয়েছেন, কি রকম কোরে তাঁকে পোড়াতে নিয়ে গেল, পোড়াতে ক মণ কাঠ লাগ্‌ল, শ্রাদ্ধতে কত টাকা খরচ হোল, ক'জন ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হোল, দক্ষিণে কি রকম দেওয়া হোল, ইত্যাদি symptom ঠিক্ মিলিয়ে, লোকটাকে এক dose ওষুধ দিলাম। যেই দেওয়া, অমনি লোকটা বাড়ী গিয়ে দেখে যে তার ঠান্‌দিদি বেঁচে উঠেছে, আর তার নিজের গোঁফ্ দাড়ি বেরিয়েছে।

কুঞ্জ। (স্বগত) বাবা ! এ যে গাঁজাখুরী গল্পকে আমার ওপ-রেও টেক্কা দিয়েছে [করযোড়ে ভূদেবকে] হুজুর !

ডাক্তারি কত্তে এয়েছেন ডাক্তারি করুন ; আমাদের অন্নটা মার্ব্বেন না।

ভূদেব। না না, কোন চিন্তা নাই। তবে এখন যাই। পথে কিশোরকে দেখে যেতে হবে।

রাজা। কেন ? কিশোরের কি হয়েছে ?

ভূদেব। সে চাঁদের পানে তাকিয়ে আজকাল খুব লম্বা লম্বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। এ একটা ভারী শক্ত রোগ Xenophon's Analysis of Metaphysical Symptoms এ একে Peregrine Pickle বলে। আমি তবে এখন আসি।

[ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

রাজা। লোকটা ভারী বিদ্বান্।

মথুর। ভারী।

বৃন্দাবন। একে কত কোরে দিতে হয় মহারাজ ?

রাজা। বৎসরে ৩৭॥০ টাকা।

কুঞ্জ। তাহলে ইনি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

রাজা। কি হুড়্‌ হুড়্‌ কোরে সব বড় বড় কেতাবের নাম কোরে গেল দেখেছো বিপিন।

বিপিন। ওঃ!

মতিয়াকে লইয়া জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। হুজুর, লে আয়া। বহুৎ মুস্কিলসে হুজুর!

রাজা। এসেছিস। বেশ করিছিস। আমি জানি যে,

যখন পাঁড়েকে এ কাজের ভার দিইছি, তখন এ কার্য্য উদ্ধার হবেই। গাইতে জানে ?

প্রহরী। হুজুর! বহুৎ আচ্ছা গীত গাহ্তি হায়। বেইসে বাইজিকা মাফিক।

রাজা। তোর নাম কি।

মতিয়া। মতিয়া।

রাজা। গাইতে জানিস্ ?

মতিয়া। মুই গাইতে না জানি।

রাজা। জানিস্ বৈকি। তোর বয়েস্ কত ?

মতিয়া। মুই না জানি।

রাজা। জানিসনি কি রে ?

প্রহরী। হুজুর। ইনিকা উমর পনর।

কুঞ্জ। ও জন্মাবার সময় বুঝি তুমি গিয়ে কুষ্ঠি করেছিলে ?

রাজা। একটা গা না। তোকে একটা রূপোর বাউটি দেবখুনি। [প্রহরীকে] আচ্ছা তুই যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

মতিয়া। [গান ধরিল] "আয়ে সেঁইয়া"

রাজা। না না হিন্দী না। ও সেঁইয়া মেইয়া আমি বুঝি না। বাংলা গা।

মতিয়া। বাংলা মুই না জানি।

রাজা। জানিস বৈকি। সঙ্গে নাচ্তে হ'বে।

মতিয়া। নাচ্তে মুই না জানি।

রাজা। সবই "না জানি" বল্লে চল্বে না। তোকে একটা জরীর সাড়ী দেব। এখন একটা বাংলা গা।

মতিয়ার গীত।

মনে কত ভালবাসা আঁধারে লুকায়ে আছে,
ফুটিতে পারে না ভয়ে হিমে ঝরে যায় পাছে ;
হৃদয় গোপন ক'রে রহে নিজমান ভরে,
পারে না মরম কথা কহিতে কাহারো কাছে ॥

রাজা। বেশ ! বেশ !

পারিষদ্‌বর্গ। বাঃ তোফা ! কেয়াবাৎ ! সোভানাল্লা !

রাজা। আচ্ছা তুই তবে এখন যা। ওরে !—

প্রহরীর প্রবেশ।

রাজা। ওরে ! এটাকে নিয়ে যা ! বুঝ্‌লি ! [ইঙ্গিত করিলেন্]

প্রহরী। যো হুকুম মহারাজ।

[মতিয়ার সহিত প্রস্থান।

রাজা। [যাইতে যাইতে পারিষদ্‌বর্গকে] কি বল সব ?

মথুর। ওঃ ! [সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন]

বৃন্দাবন। জুতো ! [বিস্ময় প্রকাশ]

বিপিন। চটি ![হর্ষসূচক অঙ্গভঙ্গী]

কুঞ্জ। ঠঠনে [লম্ফ]

নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

গীত।

সখীগণ। আমরা খাসা আছি ;

হাস্য পেলেই হাস্য করি নৃত্য পেলেই নাচি।

তুলে·চন্দ্র বদন খানি, গল্প গুজব কর্ত্তে জানি ;

চন্দ্রমুখে আহার করি দুগ্ধ সর চাঁছি।

আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।

দাঁড়িয়ে যদি থাক্‌তে পারি চল্‌তে ফির্ত্তে বেজার ভারী

বস্‌তে পেলে দাঁড়াইনাক শুতে পেলেই বাঁচি।

আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। বাঁশী এখন কোথা থেকে আস্‌ছি বল্‌দেখি ?

বাঁশী। রাজার কাছ থেকে।

রাণী। ঠিক্ বলেছিস।—বেহালা!

বেহালা। রাণী!

রাণী। জন্ম জন্ম যেন আমার বুড়ো বর হয়।

বেহালা। কি কর্ব্বে বল ? "দায়ে পড়ে রাম মশায়"।

রাণী। না বেহালা, আমি সত্যি বল্‌ছি, বুড়ো বরে যেমন স্ত্রীকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর্ত্তে জানে, তেমনটি আর কেউ জানে না। কি বল্লিস সারং।

সারং। স্ত্রীকে আবার ভক্তি শ্রদ্ধা কি? স্ত্রী কি দেবতা না গুরু ঠাকুর?

রাণী। 'ভক্তি শ্রদ্ধা' মানে ভালোবাসা। মন্দিরা তুই যদি একবার দেখ্‌তিস আমার প্রতি রাজার ভালবাসাটা!—বোস বল্লে বসে, আর ওঠ, বল্লে ওঠে।

বেহালা। তাহলে তাকে তুমি বাঁদর নাচাও বল্‌তে হ'বে।

রাণী। ঐ রাজা আস্‌ছে। তোরা এখন আড়ালে যা!

[সখীগণের প্রস্থান।

শেফালিকার প্রবেশ।

রাণী। ও!—রাজা নয়। শিউলি!

শেফালিকা। কেন আমাকে কি পছন্দ হোল না?—যা হোক তুমি এখানে? আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ।

রাণী। কেন? কি হয়েছে?

শেফালি। তোমার স্বামীকে তুমি ভাই একটুও দেখ না। দিবা রাত্রিই আমার পিছনে পিছনে ফির্চ্চে।

রাণী। সে কি রে?

শেফালি। সত্যি, আমার একটু সোয়াস্তি নেই।

রাণী। না শিউলি, সে তোর মিছে কথা।

শেফালি। একদিন স্বচক্ষে দেখ্‌তে চাও?

রাণী। হাঁ দেখ্‌তে চাই।

শেফালি। সত্যি?

রাণী। হাঁ সত্যি।

শিকালি। আচ্ছা তবে একদিন দেখাচ্ছি। ঐ যে রাজা আসছে। আমি তবে এখন যাই। তোমাকে কালই দেখাবো।

[প্রস্থান।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। এই যে রাণী। একলা যে?

রাণী। এই এখন দোকলা হলাম।

রাজা। শিউলি চোলে গেল যে?

রাণী। তোমাকে দেখে।

রাজা। কেন আমাকে আর লজ্জা কি?

রাণী। আমিও তাই বলি—যে রাজা বুড়ো মানুষ, তাকে আর লজ্জা কি?

রাজা। না রাণী, সত্যি আমি তেমন বুড়ো হইনি।

রাণী। ও-ও ত তাই বলে।

রাজা। বলে না কি? [সন্তুষ্টভাবে হাস্য ও সজোরে গোঁপে তা দিতে লাগিলেন।]

রাণী। বলে যে, যে পুরুষ ষাট্ বছর বয়েসে বিয়ে কর্ত্তে পারে, সে বুড়ো হলেও যুবা পুরুষের বাবা।

রাজা। না রাণী আমার বয়েস্ এখনও ষাট্ বছর হয়নি।

রাণী। আর হলেই বা ষাট্ বছর বয়েস্। তোমাকে সত্যি সত্যি তোমার ছেলে আনন্দর চেয়েও ছোট দেখায়।

রাজা। দেখায় না কি? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ [সন্তোষ প্রকাশ]।

রাণী। দেখায় বৈ কি। আনন্দকে ত তোমার ছেলে বোলেই বোধ হয় না।

রাজা। [স্বগত] গাল দিলে যেন। [প্রকাশ্যে] তা রাণী, আনন্দ কিন্তু আমার ছেলে।

রাণী। আমি কি বল্‌ছি নয়? তবে দেখায় না। বরং তোমার যে নাতি, ঐ কিশোর তাকে কতক তোমার ছেলে দেখায় বটে।

রাজা। কিন্তু রাণী, কিশোর ত আমার ছেলে নয়।

রাণী। তা হতে যাবে কেন? তোমার ছেলে হওয়া তার বাবার ভাগ্যি!

কিশোরের প্রবেশ।

রাজা। কি হে ভায়া কি মনে কোরে?

কিশোর। ও!—ঠাকুর্দ্দা? আমি ভেবেছিলাম—

রাজা। কি ভেবেছিলে? আমাকে দেখে কি শ্রীকৃষ্ণনন্দন কামদেব বোলে ভ্রম হয়েছিল?

কিশোর। না—আপনাকে দেখে পবননন্দন হনুমান বোলে ধারণা হয়েছিল।

[প্রস্থান।

রাণী। কিশোর এখানে এয়েছিল কেন বল দেখি?

রাজা। কেন?

রাণী। শিউলির খোঁজে।

রাজা। এ্যাঁ—শিউলির খোঁজে—এ্যাঁ তা—

রাণী। বলি, শিউলির সঙ্গে কিশোরের বিয়ে দি হয় না?

রাজা। এঁ্যা—তা—তা—তা হবে কেমন কোরে ?

রাণী। কেন হবে না ? কিশোর বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠ্‌লো। শিউলিরও বয়েস্‌ ১৫।১৬ বছর হোলো। ও রূপের এক মেয়ে বোলে এতদিন ওর বিয়ে হয় নি। এখন ত ওর বিয়ে দিতে হবে।

রাজা। এঁ্যা—তা—শিউলির বিয়ে কি এখন না দিলে নয়।

রাণী। কেন, তোমার কি তাকে নিজে বিয়ে কর্ত্তে সাধ গিয়েছে নাকি ?

রাজা। না—এঁ্যা—তা তুমি থাক্‌তে কেমন কোরে হবে ?

রাণী। বল না হয় আমি মরি।

রাজা। [স্বগত] আহা এমন দিন কি হবে ? [প্রকাশ্যে] না তুমি মর্ত্তে যাবে কেন !

রাণী। বলি, আমার মর্ব্বার অপেক্ষায় থাকো কেন ? আমি মলেই ত সব আপদ চুকে যায়। তুমিও আর একটা বিয়ে করো। চতুর্থ পক্ষ পর্য্যন্ত ত হয়েছে। না হয় পঞ্চম পক্ষ হবে।

রাজা। না রাণী, এবার তুমি মলে আর আমি বিয়ে কর্ব্বো না।

রাণী। আমি যে তোমার আগেই মর্ব্ব সেটা বুঝি স্থির কোরে রেখেছো। তা আমি মর্ত্তে যাবো কেন ? তোমার সাধ হয় ত তুমি মরোগে।

[প্রস্থান।

রাজা। কেমন কোরে জানলে ! এই স্ত্রীরা নিশ্চয়ই জান ! স্বামীরা যা কুকীর্ত্তি করে তা ত জানেই। আবার

যে কুকীর্ত্তি নাও করে তারও আগে থেকে খবর পায়। আহা! মনস্তত্ত্বের এমন একটা তথ্য বের কোরে ফেল্লাম। কেউ কাছে নেইক যে বাহবা দেয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শেফালিকার শয়ন ঘর।

শেফালিকা। দিদি এখনো এলোনা কেন? তাঁকে আজ দেখাবো বলিছি। রাজা ত এক্ষণি আমার কাছে এসে হাজির হোলো বোলে। তবে দিদি কোথায় [ব্যগ্র-ভাব প্রদর্শন] আঃ সব ভেস্তে দিলে দেখ্‌ছি। —এই যে—

রাণীর প্রবেশ।

দিদি এয়েছো? আমি তোমার অপেক্ষাই কচ্ছিলাম।—তবে আজ নিতান্তই দেখ্‌বে?

রাণী। দেখ্‌বো বৈ কি।

শেফালিকা। তুমি তবে মশারির ওধারে খাটের নীচে চুপ কোরে বোসে থাকো। মশারির ফুটো দিয়ে বেশ দেখ্‌তে পাবে এখনি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টুশব্দ কোরো না।

তুমি যে ভাবো যে তোমার স্বামী তোমা বৈ আর কাউরে জানে না, তাই চোখে আঁঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। যাও লুকোও, আমি রাজাকে বলেছি যে তুমি ম'সীর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছো, সন্ধ্যার সময় ফিরে আসবে, কিন্তু দেখো, শেষ পর্য্যন্ত চুপ্ করে থেকো।

রাণী। আচ্ছা তাই সই।

শেফালিকা। শেষে আমাকে দোষ দিতে পাবে না।

রাণী। না।

শেফালিকা। তবে এখন যাও—লুকোও। আমি ততক্ষণ বেড়িয়ে বেড়িয়ে গান গাই। [রাণী উক্তরূপে লুকাইলেন।]

শেফালিকার গীত।

জানো কি কঠিন তুঁয়া লাগি
হেথা কেহ অমু দিন
রহে নিশি নিশি আঁখিনীরে জাগি
সুখী রহ ভুলে রহি, সুখে সহি;
শুধু কভু মনে কোরে এ বিরহীরে,
জানায়ে সে সুখ কোরো তার ভাগী।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। এই যে শিউলি একা বোসে।

শেফালিকা। আপনার অপেক্ষায়।

রাজা। এ কি, আজ যে বড় অনুগ্রহ। কার মুখ দেখে উঠেছিলাম; রাণী কোথায়?

শেফালিকা। দিদি তার মাসীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছে।
[উপবেশন]

রাজা। সে কথা ত মন্দ নয়। [নিকটে গিয়া উপবেশন]

শেফালিকা। অত ঘেঁসে বসেন কেন?

রাজা। হোলেই বা! এখানে ত আর কেউ নেই।

শেফালিকা। যদি কেউ এসে পড়ে!

রাজা। কে আর আস্‌বে!

শেফালিকা। না আমার সঙ্গে আর ভাব কোরে কি হবে?
আমি ত কাল বাপের বাড়ি চোলে যাচ্ছি।

রাজা। সে কি?

শেফালিকা। আমার এখানে আর থাকা ভাল দেখায় না।
কতদিন হোল এইছি। [রাজার প্রতি সানু-
রাগ দৃষ্টি।]

রাজা। আমি তোমাকে ছেড়ে দিলেত [হস্ত ধারণ]।

অলক্ষিতভাবে কিশোরের প্রবেশ।

কিশোর। [স্বগত] হুঁ রাজার সঙ্গে যে দেখ্‌ছি শিউলি বেশ
সুবিধে কোরে নিয়েছে। হাজার হোক স্ত্রীজাতির
স্বভাব ত। পৃথিবীর মধ্যে কেবল ঐ এক টাকাই
বোঝে।—বুড়োটা কিন্তু চার চোপটে বল্‌তে হবে।
কোন দিকে ফাঁক যাবার যো নেই। আড়াল থেকে,
দেখা যাক, কতদূর গড়ায় [অন্তরালে অবস্থিতি]।

শেফালিকা। না দিদিরও ইচ্ছে নয় যে আমি আর এখানে থাকি।

রাজা। না তোমার যাওয়া হবে না।

শেফালিকা। না আমায় যেতেই হবে। আজ রাণী আমাকে বড় অপমান করেছে। বল্লে রাজ বাড়ীর অন্ন খেয়ে কি আর তোর বাড়ীর ডাল ভাত মুখে রুচ্‌বে? আমি যেন তোমার এখানে খেতেই এইছি।

রাজা। রাণীর এতবড় আস্পর্দ্ধা! রাণী কি তার বাপের বাড়ী থেকে এনে তোমাকে খেতে দেয়? তুমি আমার খাও, তা তার কি? [পার্শ্বে গোঁ গোঁ শব্দ]

রাজা। [চমকিয়া] ও কি!

শেফালিকা। ও সেই কালো বিড়ালটা আজ মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ কচ্ছে।

রাজা। তবে শিউলি! তুমি যেওনা আমার মাথা খাও।

শেফালিকা। ছিঃ আপনার মাথার দিব্যি দেন কেন। না আমি যাবোই।

রাজা। তুমি চোলে গেলে আমার কি হবে শিউলি!

শেফালিকা। তা আমি কি জানি।

রাজা। না দোহাই শিউলি।

শেফালিকা। তা আপনি যদি এতই অনুরোধ করেন, তবে না হয় যাবো না।

রাজা। বেশ বেশ। আমাকে বাঁচালে। আহ্লাদে যে আমার নাচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। [নৃত্য] তবে শিউলি!

শেফালিকা। কি?

রাজা। একটা—[চুম্বনোদ্যত]।

শেফালিকা। আঃ। [শেফালিকা সরিয়া গেলেন], রাজা তাঁহার অনুসরণ করিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন।

রাজা। আহা তোমার হাত খানা কি নরম শিউলি!

শেফালিকা। রাণীর হাতের কাছে?

রাজা। তোমার হাতের কাছে রাণীর হাত? তোমার হাতটি যেন পদ্মফুল, রাণীর হাত যেন ইট্।

শেফালিকা। [কল্পিত লজ্জায়] খুব খোসামুদে কথা জানেন বটে।

রাজা। সত্যি শিউলি! কি নরমহাত! আহা তোমার দেহ-লতা বোধহয় এর চেয়েও নরম। [আলিঙ্গনোদ্যত।]

শেফালিকা। আঃ কি করেন—

রাজা। প্রাণেশ্বরি!—[চুম্বন্]

শেফালিকা। ওগো মাগো মেরে ফেল্লে গো—

[রাণী পিছনদিক হইতে একটি দীর্ঘ উপাধান লইয়া সজোরে রাজার পৃষ্ঠদেশে প্রহার আরম্ভ করিলেন ও কিশোর একগাছি যষ্ঠি হস্তে রাজার প্রতি ধাবমান হইলেন।]

রাজা। এ কি তুমি তুমি তুমি!

রাণী। হাঁ আমি আমি আমি [প্রহার]।

রাজা। না রাণী! আমি শিউলিকে ভগিনীপতি ভাবে চুমো খেইছিলাম। [চতুর্দ্দিকে পলায়ন]।

রাণী। আর বুঝি পিতামহভাবে জড়িয়ে ধরেছিলে। [রাজাকে অনুসরণ ও প্রহার]।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

শেফালিকা ও রাণী।

শেফালিকা। বলি দেখ্‌লে?

রাণী। দেখ্‌লাম। পুরুষ মানুষগুলো সব কর্ত্তে পারে।

শেফালিকা। তুমি ত বিশ্বাস কর্ত্তে চাও না।

রাণী। সত্যি, আমার গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তে ইচ্ছে করে।

শেফালিকা। তাহলে বুড়ো কালই আবার একটা বিয়ে করে।

রাণী। সত্যি? মুখে সে ত বলে যে আমি মলে আর কক্ষণ বিয়ে কর্ব্বে না। একবার মরে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, সত্যি সত্যিই বিয়ে করে কিনা! অবিশ্যি জানি যে বিয়ে কর্ব্বে, তবু সেটা একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

শেফালিকা। দেখে লাভ?

রাণী। একটু সুখ।

শেফালিকা। কি সুখ?

রাণী। চোরকে মাল শুদ্ধ ধল্লে পাহারাওয়ালার যে সুখ, সেই সুখ।

শেফালিকা। তবে তা দেখ্‌তে চাও না কি?

রাণী। তা আবার দেখ্‌বো কেমন কোরে?

শেফালিকা। মোরে দেখ।

রাণী। মোরে গেলে কখন দেখা যায়?

শেফালিকা। সত্যি সত্যিই কি মর্ত্তে বল্‌ছি। আমরা রটিয়ে দিই তুমি মরেছো।

রাণী। তা এ রকম-হঠাৎ মরা বিশ্বাস কর্ব্বে কেন?

শেফালিকা। তা কর্ব্বেঅখুনি। ও সামান্য বোকা নয়। ডাক্তারকে দিয়ে বলাতে পারো না যে তুমি মরেছো? সে বল্লে রাজা বিশ্বাস কর্ব্বেই।

রাণী। তা বলাতে পারি। আচ্ছা না হয় মোলাম। তার পর?

শেফালিকা। তার পর তোমাকে দিন কতক আমার বাপের বাড়ী লুকিয়ে রেখে দেওয়া যাবেঅখনি। তার পরে দেখো। বেশ হয়েছে। তোমার দেখ্‌তে সাধ হয়েছে, দেখো।—ঐ যে তোমার নাতি আসছে। আমি এখন যাই।

রাণী। যাবি কেন? ও ত আর পর নয়।

শেফালিকা। [সাভিমানে] তোমার পর নয়। আমার কে?

[প্রস্থান।

রাণী। আহা কিশোরের সঙ্গে শিউলির বিয়ে হোলে বেশ মানায়। দুজনেরই পরস্পরের ইচ্ছে তাই। লজ্জায় কেউ মুখ ফুটে বল্‌তে পারে না।

কিশোরের প্রবেশ।

কিশোর। এই যে ঠান্‌দি যে!

রাণী। কি মনে কোরে কিশোর!

কিশোর। এই একবার পড়া মুখস্থ কর্ত্তে এলাম। তা পড়া মুখস্থ কর্ব্বো কি, আপনাকে দেখে যা মুখস্থ করে-ছিলাম তা শুদ্ধ ভুলে গেলাম।

রাণী। এতদূর! এখন তোমাকে একটা কাজ কর্ত্তে হবে।

কিশোর। গোলাম আপনারই ভৃত্য।

রাণী। তোমায় গিয়ে ডাক্তারকে রাজি কর্ত্তে হবে যে আমি মরেছি।

কিশোর। সে কি রকম?

রাণী। আমার মর্ব্বার বড় সখ হয়েছে।

কিশোর। তা ডাক্তারেক রাজি কর্ত্তে হবে কি রকম?

রাণী। ডাক্তার রাজাকে বল্‌বে যে, আমি মরিছি!

কিশোর। তা ডাক্তার এরকম মিছে কথা কইবে কেন?

রাণী। তা সে এরকম করে থাকে। দুদশ টাকা দিলে, ওকে টিয়াপাখীর মত যা পড়াও তাই পড়্‌বে।

কিশোর। না, একাজ আমায় দিয়ে হবে না। আমি ডাক্তা-রকে ঘুস্‌ দিয়ে মিথ্যা বলাতে যাবো কেন?

রাণী। কেন যাবে? তবে শোন! তুমি এটি যদি করো তাহলে শিউলির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেই।

কিশোর। [অবনত বদনে] তিনি কল্লে ত।

রাণী। সে ভার আমার! এখন তুমি একাজ কর্ত্তে রাজি?

কিশোর। রাজি।

রাণী। [সহাস্যে] তা আমি আগেই জান্তাম। তবে এখনি যাও।

[রাণীর প্রস্থান।

কিশোর। এ ব্যাপার মন্দ নয়! স্ত্রীজাতির অনেক রকম সাধ হয় শোনা যায় বটে, কিন্তু মর্ব্বার সাধ— এঁ্যা—এটা একটা খুব নতুন বল্‌তে হবে। হায়! এমন চপলচিত্ত জাতিকেও পুরুষে বিয়ে করে?—তবে স্ত্রীলোক বিয়ে করা ঋষিদিগের সনাতন প্রথা—মেনে চল্‌তে হয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজার সভাগৃহ।

রাজার পারিষদ্‌বর্গ।

মথুর। আর ত ভাই পেরে উঠিনে।

বৃন্দাবন। যা বলেছো।

কুঞ্জ। ঢের ঢের তাঁবেদারি করা গেল বটে, কিন্তু এমন বেমালুম নিরেট মূর্খের হাতে কখন পড়িনি।

বিপিন। সত্যি ভাই, খোসামোদের কেরামৎটা বুঝ্‌লে না।

কুঞ্জ। বল্‌বো কি দাদা, খোসামদটা এতদিন art হিসেবে study করা গেছে। কিন্তু এ বেটা একেবারে সিরেট। আর পেরে ওঠা যায় না। আজ থেকে পষ্টাপষ্টি জবাব।

বৃন্দাবন। আরে ধৈর্য্য ধরো।

কুঞ্জ। দুত্তর ধৈর্য্য।

মথুর। দুঃখ আর কিছু না, দুঃখ এই যে বেটা appreciate কল্লে না।

বিপিন। বেটা এটা বোঝে না, যে মাসিক ৫ টাকায় ভদ্র-লোকের পোষায় না।

বৃন্দাবন। ওহে উপরি আছে।

বিপিন। কি উপরি ?

বৃন্দাবন। হুইস্কিটা আস্‌টা।

মথুর। আচ্ছা হুইস্কিটা হোল। আর আস্‌টা কি ?

কুঞ্জ। ওহে বৃন্দাবন তোমার কথায় আমার একটা পুরোনো গল্প মনে পড়্‌লো।

বৃন্দাবন। কি গল্প ?

কুঞ্জ। এই এক ওস্তাদের এক কৃপণের বাড়ীতে বায়না হয়েছিল। ওস্তাদটি আফিংখোর। সারা রাত্রিটি চেঁচিয়ে বাড়ী ফিরে এলে তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা কল্লে "কত টাকা ?" আফিংখোর বল্লে "১৪ টাকা, ১৪ টাকা।" স্ত্রী জিজ্ঞাসা কল্লে "কত টাকা পেলে ?" সে বল্লে "এই সবই পেইছি প্রায়" স্ত্রী জিজ্ঞাসা কল্লে "কি রকম ?" সে উত্তর দিলে

"এই সাতটাকা দিলে না, আর সাতটাকা নিয়ে গোলমাল কচ্ছে।" স্ত্রী বল্লে "তবে ত সবই পেয়েছো দেখ্‌ছি, উপরি কিছু?"—তখন সে পৃষ্ঠস্থ পাদুকার দাগ দেখিয়ে বল্লে "এই পীঠ দেখ।" তারে জুতো মেরে বিদেয় কোরে দিয়েছিল আর কি। আমাদের এ উপরিও সেই রকম।

মথুর। বেশ বোলেছো, বেশ বোলেছো দাদা, বেটা ঐ রকমই বটে।

বিপিন। এর উপায় কি?

বৃন্দাবন। উপায় আর কি? বোসে বোসে ঠুকুস্‌ ঠাকুস্‌ করা যাক্‌। যা পাওয়া যায়।

কুঞ্জ। কর তোমরা ঠুকুস্‌ ঠাকুস্‌। এবার আমি কামারের এক ঘা দিয়ে লম্বা দিচ্ছি। বয়সও হয়ে এল। আর পেরে ওঠা যায় না।

বৃন্দাবন। তোমার আর কি! তোমার ত আর ছেলে পিলে নেই।

বিপিন। তুমি ত মাঝে মাঝে দুই এক ঘা দিতে কসুর করো না।

কুঞ্জ। আরে তাও কি ছাই বেটা বোঝে? সেই ত দুঃখ। বেটা বুঝ্‌লে আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে এতদিন বিদেয় কোরে দিত। তা'তেও মনে কতকটা সান্ত্বনা হোত যে, আমি যে গাল দিলাম, বেটা তা বুঝ্‌লে।

বৃন্দাবন। চুপ করো চুপ করো হে! বেটা আস্‌ছে।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

পারিষদ্‌বর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

কুঞ্জ। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

রাজা। ভারী মজার কথা হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

পারিষদ্‌বর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] ভারী।—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

কুঞ্জ। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

রাজা। কিহে কুঞ্জ, আজ যে বড় ঘোড়া ডাক্‌ছো?

কুঞ্জ। গাধার ডাক্‌টা ভুলে গিইছি।

রাজা। কাল নতুন রাণী কি বল্লে জানো মথুর?

মথুর। কি বল্লে মহারাজ?

রাজা। বল্লে, যে রাজা ঐ কতকগুলো গরু ইয়ার বক্সিকে আর মাহিনে দিয়ে রেখেছো কেন? ছেড়ে দাও না, চোরে থাক্। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

পারিষদ্‌বর্গ। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ ভারী মজার কথা ত মহারাজ।

কুঞ্জ। ভারী সত্য কথা বলেছেন মহারাজ।

রাজা। আমি তার কি জবাব দিলাম জানো বিপিন?

বিপিন। না সেটা ঠিক্ জানিনে।

রাজা। আমি জবাব দিলাম যে, "রাণী! আমি শ্রীকৃষ্ণ, আর তুমি শ্রীরাধিকে—আর তোমার সখীগণ আমার গোপীকা। তা যদি হোল, তবে ধেনু কৈ! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

কুঞ্জ। [গীত।] আজি সখি প্রাণ কেন কাঁদে।

রাজা। ও কি কুঞ্জ গান ধল্লে যে ?

কুঞ্জ। ও যাত্রা হচ্ছিল না ? আমি ভাবলাম মহারাজ গোপ্লা উড়ের যাত্রা সুরু করেছেন।

রাজা। [সহাস্যে] তুমি সত্যই ভাঁড় বটে।

কুঞ্জ। আমরা গরিব মানুষ হুজুরের মত জালা হবো কোথা থেকে।

রাজা। যাক্—তোমার ভাঁড়ামিতে আমি—যে কি বল্‌ছিলাম ভুলে গেলাম। কি বল্‌ছিলাম বিপিন ?

বিপিন। ঐ যে [বৃন্দাবনকে] বলনা।

বৃন্দাবন। ঐ যে [মথুরকে] বলনা মথুর !

মথুর। ঐ যে রাণীর কথাটা।

রাজা। হাঁ হাঁ বটে বটে। মথুরের স্মরণশক্তিটে তীক্ষ্ণ।

বৃন্দাবন। যেন রঙ্গাসের্র ছুরি।

রাজা। আমার সবকথা মনেও থাকে না।

বৃন্দাবন। ঐ ত দোষ।

মথুর। দোষ ? মহারাজার দোষ ?

রাজা। না না মথুর ওটা দোষ বটে।

মথুর। দোষ ! বিষম দোষ।

রাজা। দেখ বিপিন আমার ঐ একটাই দোষ।

বিপিন। আর সব গুণ।

রাজা। নৈলে যদিও একটু বয়েস্ হোয়েছে—

বৃন্দাবন। বয়েস্ আর এমন কি হোয়েছে মহারাজ।

রাজা। না, একটু হয়েছে বৈ কি।

বৃন্দাবন। একটু।

রাজা। তবু এখনও আমার গায়ের জোর দেখ।

[বাহু দেখাইলেন। সকলে রাজার হস্ত টিপিয়া দেখিতে লাগিল ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।]

রাজা। তার পরে বিদ্যায়—

বিপিন। একেবারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

রাজা। আর সাধুতায়—

মথুর। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

রাজা। আর যদিও আমি এদিকে একটু—বুঝ্‌লে কিনা—কিন্তু কে বল্‌তে পারে যে আমি কারু কিছু চুরি করেছি, কি কারু কিছু ফাঁকি দিয়ে নিইছি, কি জালিয়াতি করেছি?—কে বল্‌তে পারে?

কুঞ্জ। কার ঘাড়ের ওপর দুটো মাথা আছে?

গীত।

রাজা। কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্ত বড় বীরত্বের বড়াই

পারিষদ্। বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম, বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম,

রাজা। আমার সঙ্গে সেদিন বেটা কর্ত্তে এল লড়াই,

পারিষদ্। বেটার আস্পর্দ্ধা নয় কম, বেটার আস্পর্দ্ধা নয় কম,

রাজা। আমি বল্লাম 'তবে রে বেটা আয়না দেখি তবে রে বেটা';

—পরে যখন ধোরে আমায় কোরে দিলে জুতো পেটা;

দেখ্‌লাম বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার—
যোগাড় করেও ভুলেছিলাম তুই এক ঘা দেবার।
বেটা ত সে খোঁজ রাখে না, রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না,
কিন্তু রাগটা সাম্‌লে গেলাম অনেক কষ্টে সেবার।
পারিষদ্‌। "বেশ করেছেন বেশ করেছেন নইলে অন্ততঃ,
একটা খুন খারাপি হ'ত, একটা খুন খারাপি হ'ত।"
রাজা। কেদার বেটা সাধু বোলে সহরে ঢাক পেটায়,
পারিষদ্‌। হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর, হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর
রাজা। নিইছিলাম তার হাজার টাকা চাইতে এল সেটায়
পারিষদ্‌। বেটা বেজায় গুলিখোর। বেটা বেজায় গুলিখোর
রাজা। আমি বল্লাম 'তবে রে বেটা, আয়না দেখি তবেরে বেটা
কে কে কে তোর টাকা জানে, তো তো, তো তোর
সাক্ষী কেটা'?
কর্‌ না গিয়ে মকর্দ্দমা—'আই ডোণ্ট কেয়ার এ ফেদার'
মুখ খানি ত চুণটি কোরে ফিরে গেল কেদার।
টাকা নিয়ে কর্ব্বে সে কি? টাকা গুলো সব শেষে কি
গাঁজা গুলি খেয়ে বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার?
পারিষদ্‌। "বেশ করেছেন বেশ করেছেন সে টাকা নিশ্চিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত বেটা সব উড়িয়ে দিত।"
রাজা। নিত্যানন্দ বিদ্বান্‌ বোলে কর্ত্তে চাহে প্রণাম;—
পারিষদ্‌। সে কি আবার একটা লোক সে কি আবার
একটা লোক।

রাজা। আমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে এল সে দিন সমান :—
পারিষদ্। বেটা নিরেট আহাম্মোক ! বেটা নিরেট
আহাম্মোক।
রাজা। আমি বল্লাম "তবে রে বেটা আয়না দেখি
তবে রে বেটা,
আমি একটা বিদ্যাদিগ্‌গজ গাধা শুয়র জানিস সেটা"·—
বোলে দুঘা পীঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং ;
লাঠি খেঁয়ে পোড়ে গেল বেটা ত চিৎ পটাং ;—
আমার সঙ্গে সে পারে কি ? তর্কের বেটা ধার ধারে কি ?
লাঠি খেয়ে তখন বেটা পালিয়ে গেল সটাং !
পারিষদ্। বেশ করেছেন বেশ করেছেন তর্কেতে বস্তুতঃ ;
সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো, সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।

ভূদেবের প্রবেশ।

রাজা। এই যে ডাক্তার বাবু এসেছেন। রাণী কেমন !
ভূদেব। বেশ।
রাজা। বেশ কি রকম !
ভূদেব। তাঁর উদ্দেশ্য বেশ।
রাজা। কি রকম তাঁর উদ্দেশ্য।
ভূদেব। উদ্দেশ্য এই রকম যে, মহারাজাকে তিনি যথা সময়ে
একটি পুত্র কিম্বা কন্যা সন্তান উপহার দেবেন।
রাজা। বলেন কি ! সত্যি !
ভূদেব। নয় কি মিথ্যে ! আমি কি মিথ্যে বল্‌তে পারি।

জানেন মহারাজ আমার এই ধমনীতে অন্নদা সুন্দ-রীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

কুঞ্জ। বাপ্‌রে।

রাজা। বলি দেখ্‌ছো বৃন্দাবন। তবু বেটারা বলে বুড়ো!

ভূদেব। Libel! মহারাজের বয়েস্ কতই হবে?—আমি বলে দিচ্ছি। মহারাজের দাঁত দেখি।

কুঞ্জ। মহারাজ কি গরু, যে দাঁত দেখে বয়েস্ ঠিক্ কর্ব্বেন।

রাজা। না না দেখুন না [দাঁত বাহির করিলেন]।

ভূদেব। তাইত এ রকম আশ্চর্য্য ত আমি কখন দেখিনি।—মহারাজ আপনার বয়েস এই বছর পঁচিশ হবে?

কুঞ্জ। [স্বগত] এ দেখ্‌ছি খোসামোদীতেও ওস্তাদ!

রাজা। [সন্তুষ্টস্বরে] না ডাক্তার বাবু তার চেয়ে বেশী।

ভূদেব। দাঁত দেখে ত তা বোধ হয় না।

কুঞ্জ। দাঁত দেখে ত বয়েস্ বেশ সঠিক্ বোলে দিলেন। কিন্তু দাঁতগুলো যে বাঁধানো তার ঠিক্ আছে ডাক্তার বাবু?

ভূদেব। বাঁধানো বটে! আমিও ত ঠিক তাই ভাবছিলাম। [কুঞ্জকে] মহাশয় আপনি বোধ হয় Addison's Historical Synthesis of Teeth পড়েননি! পড়্‌বেন। ভারী উঁচুদরের বই। [ঘড়ি দেখিয়া] উঃ বেলা দশটা! এখন যাই; পথে রাজার ঝিকে দেখে যেতে হবে। তার concatenation of the right abdomen হয়ে caseটা একটু comp-

licated হয়েছে। যাহোক চিকিৎসা কর্ত্তে ত্রুটি কর্ব্বো না।

[ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

রাজা। দেখ্ছো বিপিন! তাহলে দেখ্ছো!

বিপিন। উঃ।

রাজা। এইটী নিয়ে আমার পনরটি হলো। বুঝ্লে বৃন্দাবন। প—ন—রটি। বৃন্দাবনের ক'টি ছেলে পিলে?

বৃন্দাবন। এই সবে মাত্র ১১টী।

রাজা। আর মথুরের।

মথুর। আর মশায়! সে দুঃখের কথা ক'ন কেন! মোটে তিনটী।

রাজা। মোটে! হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি কিছু কর্ত্তে পারোনি দেখ্ছি। বিপিনের ক'টি?

বিপিন। সাতটি মাত্র।

রাজা। মন্দ নয়। কুঞ্জর ছেলেপিলে নেই বুঝি?

কুঞ্জ। চারটি ছিল। চারটিই মারা গিয়েছে।

রাজা। আবার বিয়ে করো না। আবার হবে।

কুঞ্জ। আর কি এ বয়েসে হয় মহারাজ?

রাজা। কেন! আমার হচ্ছে তোমার হবে না কেন?

কুঞ্জ। মহারাজের সঙ্গে কার কথা। মহারাজের কত লোক বল সহায় আছে। আমি গরীব মানুষ একলাটি।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মহারাজ!

রাজা। কি রে!

ভৃত্য। মহারাজ! ঐ যে মহারাণী—

রাজা। কি হয়েছে?

ভৃত্য। রাণীজী ঐ যে—

রাজা। রাণী কি? বুঝ্‌লে বিপিন এ রাণীর সম্বন্ধে ঐ খবরই দিতে এসেছে। রাণীজী কি?

ভৃত্য। এজ্ঞে, রাণী পটল তুলেছে।

রাজা। সে কি রে!!!

ভৃত্য। এজ্ঞে।

রাজা। পটল তুলেছে কি রে?

ভৃত্য। এই যাকে বলে শিঙে ফুঁকেছে।

রাজা। মারা গিয়েছে?

ভৃত্য। এজ্ঞে।

রাজা। সত্যি না কি?

ভৃত্য। এজ্ঞে।

রাজা। বলিস কি!

ভৃত্য। এজ্ঞে।

রাজা। এতদিন ত বেঁচে ছিল!

ভৃত্য। এজ্ঞে তা ছিল।

রাজা। এখন মোলো?

ভৃত্য। এজ্ঞে।

রাজা। হতেই পারে না। কি বল বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন। তা ত বটেই।

রাজা। রাণী কখন মর্ত্তে পারে? কি বল কুঞ্জ?

কুঞ্জ। রোজ রোজ আস্‌ছি যাচ্ছি। রাণী যে মরেছে, এ রকম ত কখন শোনা যায় নি।

রাজা। মথুর কি বল? এ রকম হঠাৎ না বোলে কোয়ে—

মথুর। হতেই পারে না।

রাজা। তা মর্ত্তেও বা পারে।

মথুর। তা মর্ত্তে কতক্ষণ?

রাজা। আচ্ছা, ভেতরে গিয়ে দেখ্‌লেই ত চুকে যায় বিপিন।

বিপিন। আজ্ঞে, তাও ত বটে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

ভূদেব একাকী।

ভূদেব রাজার family physician হয়ে লাভ ত ভারী! বছরে ৩৭৷৷৹। এতে কি ভদ্রলোকের চলে? আজ বুঝি আর উনোনে হাঁড়ি ওঠে না। Private practiceটা কোন রকমে জমাতে পাচ্ছিনে। সহরে জর জ্বালার নামটি নেই; হোলেই কি ছাই স্বীকার কর্ব্বে? পাছে ডাক্তার ডাক্‌তে হয়।

কোন শালা রোগীই বাড়ীতে ডাকবে না। দেখি যদি রাস্তায় কাউকে পাকড়াতে পারি। ঐ যে একজন বেশ সবল সুস্থকায় মোটা লোক যাচ্ছে। ম'শয়, ম'শয়, বলি ও ম'শয়!

(নেপথ্যে) কি?

ভূদেব। একবার এ দিকে আসুন ত।

একটি সবল সুস্থকায় ব্যক্তির প্রবেশ।

ব্যক্তি। কি ম'শয়?

ভূদেব। বলি [কাশি] এঁ্যা—কি বল্‌ছিলাম ভালো [কাশি] —বলি ভালো আছেন?

ব্যক্তি। [ক্রুদ্ধভাবে] কি মহাশয় ঐ কথাটি জিজ্ঞাসা কর্ব্বার জন্যে আমাকে এক ক্রোশ দূর থেকে না ডাক্‌লে চল্‌ত না? আপনি ত আচ্ছা লোক দেখছি।

ভূদেব। বলি মশায় চটেন কেন? আমাকে চেনেন না বোধ হয়। আমি একজন ডাক্তার।

ব্যক্তি। হোলেই বা ডাক্তার।

ভূদেব। কথাটা কি গ্রাহ্যই হোল না? আপনার হাত দেখি— [নাড়ী দেখিয়া] এ কি মহাশয়ের typhoid fever হয়েছে। প্রবল জ্বর! বিকার।

ব্যক্তি। জ্বর হতে যাবে কেন?

ভূদেব। বলি তা হতে কতক্ষণ?

ব্যক্তি। যান। এখন পথ ছাড়ুন।

ভূদেব। বলি শুনুন না। জানেন আমি রাজার family physician. আপনি বোধ হয় Emersons History of Lingua Capsus পড়েন নি ?

ব্যক্তি। এ কোথাকার গর্দ্দভ !

ভূদেব। বলেন কি ! জানেন এই ধমনীতে রাণী অন্নদা-সুন্দরীর রক্ত—

ব্যক্তি। যান।

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান।

ভূদেব। বেটা আমোলেই আন্‌লে না। উপরন্তু অপমান কল্লে। তা হোক। এবার আমি না ছোড়্‌বন্দ। ঐ যে একটা স্ত্রীলোক যাচ্ছে। দেখি ও কি বলে। বলি [কাশি] ও গো ! [কাশি]—[স্বগত] আরে কি বলে ডাকি তাত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—[প্রকাশ্যে] বলি [কাশি] ওগো—বাড়ীর মধ্যে !

একটি স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

ভূদেব। ভদ্রে !

স্ত্রীলোক কেরে মড়িপোড়া মিন্সে—

ভূদেব। বলি শোনই না ছাই।

স্ত্রীলোক। আ মর্‌ ডেক্‌রা, অলপ্পেয়ে মুখপোড়া—পথ ছাড়্‌ বলছি।

[প্রস্থান।

ভূদেব। এ দেখ্‌ছি সামাজিক শীলতার বড় ধার ধারে না। আদবে বক্তব্যটাই শুন্‌লে না।—কি মাধব বাবু যে

মাধব বাবুর প্রবেশ।

ভূদেব। ভাল ত ; কোথা যাচ্ছেন ?

মাধব। এই নিমন্ত্রণ খেতে।

ভূদেব। সর্ব্বনাশ করেছেন। একটা ওষুধ খেয়ে যান। আজকাল ভারী diarrhœa হচ্ছে।— নিমন্ত্রণ খেলেই diarrhœa.

মাধব। বলেন কি। তাইত তবে নিমন্ত্রণ খেতে যাবোনা না কি ? কিন্তু না গেলে বড় রাগ কর্ব্বে। মাস্‌তুত বোনের বাড়ী—

ভূদেব। মাস্‌তুত বোনের বাড়ী না কি ? বলেন কি ? আজকাল মাস্‌তুত বোনের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেলে একেবারে cholera ; পিস্‌তুত ভায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেলে তত যেত আসত না।

মাধব। বলেন কি ? তবে ফিরে যাই।

ভূদেব। ফিরে যাবেন কেন ? একটা ওষুধ খেয়ে যান। তার পরে আর কোন ভয় নেই। Ben Jonson's Materia Medica তে লিখ্‌তে—

মাধব। না না ওষুধ আর খাবো না। যখন cholera হবার danger তখন একেবারে নিমন্ত্রণ না খাওয়াই ভালো। ফিরেই যাই।

ভূদেব। আরে শুনুন না।

মাধব। না মশয়! ঠিক বলেছেন। এ গরমে নিমন্ত্রণ খাওয়াটা কিছু নয়। [ফিরিয়া গেলেন।

ভূদেব। কি ছোট লোক ! নিমন্ত্রণ খাওয়াটা ছাড়বে, তবু ওষুধ খাবে না। সকলেরই ইচ্ছে যে ডাক্তারকে ফাঁকি দেয়। পাছে আমি দুপয়সা পাই !—এরা আবার কারা আসে ? কতকগুলো স্কুলের ছেলে দেখছি।

কতকগুলি বালকের প্রবেশ।

১ম বালক। হাঁ সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের কাছে লালমোহন ঘোষ এখনও অনেক কাল শিখ্‌তে পারে।

২য় বালক। রেখে দাও তোমার সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে।

৩য় বালক। ওহে নাহে না। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে বলে ভালো।

৪র্থ বালক। লালমোহন ঘোষের কাছে ? [পঞ্চম বালককে] কি বল হে !

৫ম বালক। [গম্ভীর ভাবে] হাঁ লালমোহন ঘোষের diction ভালো, আর সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের style ভালো।

ভূদেব। ওহে ছোক্‌রারা ! তোমরা যে ভারি চেঁচাচ্ছো। তোমাদের বাড়ীতে কারো কোন অসুখ নেই ?

বালকগণ। আজ্ঞা না।

১ম বালক। তা হোক তবু সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে—

ভূদেব। বলি তোমার পিসির যক্ষাকাশ হয়েছে না ?

২য় বালক। No sir ?—কিন্তু লালমোহন ঘোষ—

ভূদেব। ওহে তোমার মাসীর অম্বল হয়েছিল সেটা সেরেছে ?

৪র্থ বালক। আমার মাসী নেই।—যদিও সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে—

ভূদেব। মাসী নেই ? ওহে তোমার নাম মহেন্দ্র—না ?

৩য় বালক। আজ্ঞে না আমার নাম সতীশ।—সে যাই বলো, লালমোহন ঘোষ—

ভূদেব। হাঁ হাঁ সতীশ বটে! ওহে ছোকরা! তোমার bronchites হয়েছে।

৫ম বালক। Bronchites হতে যাবে কেন? মূর্খ, পাষণ্ড, বর্ব্বর, ইতর।——

ভূদেব। আচ্ছা, bronchites হয়নি ত হয়নি, তা বলে গালাগালি দেও কেন বাপু?

বালকগণ। দেবো খুব দেবো। গালাগালি দেওয়াই আমাদের ব্যবসা।

ভূদেব। গালাগালি দেওয়াই ব্যবসা? তাতে লাভ হয়? বল নয় ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে, তাই সুরু করি।

১ম বালক। আমরা সম্পাদক হব।

ভূদেব। ও! তাই নাকি? তবে দাও বাপু, খুব গালাগালি দাও।

২য় বালক। আপনি বক্তৃতা কর্ত্তে জানেন?

ভূদেব। না বাপু, আমি ডাক্তারি করি।

৩য় বালক। ডাক্তারি? মোটে?

ভূদেব। কেন ডাক্তারি কাযটাই কি গ্রাহ্য হোল না?

৪র্থ বালক। কাগজও চালান না?

ভূদেব। না।

৫ম বালক। তবে আপনাকে দিয়ে দেশোদ্ধার হবে না। যান, সরে পড়ুন।

[বালকদিগের প্রস্থান।

ভূদেব। বেটাদের একবার কলেরা হয়। দেখি ওদের লালমোহন ঘোষই বা কি করে, আর স্থরেন্দ্র বাড়ুয্যেই বা কি করে। এখানে ডাক্তারি কোরে আর পোষায় না। এখান থেকে লম্বা দিতে হোলো দেখ্‌ছি। হায়রে বিষ্যুৎবারের বার বেলা—

কিশোরের প্রবেশ।

কিশোর। এই যে ডাক্তার বাবু, আপনাকে বিশেষ দরকার।

ভূদেব। কেন? রাণীর কোন সখী কি বার তিনেক হেঁচেছেন, তাই ওষুধ দিতে হবে? তোমরা বাপু অন্য ডাক্তার দেখ। আমি ত আর পেরে উঠিনে।

কিশোর। না না ডাক্তার বাবু, এক মজা হয়েছে। আপনাকে এক কার্য্য কর্ত্তে হবে। শুনুন [কর্ণে কহিলেন।]

ভূদেব। সে কি রকম মজা কিশোর বাবু? জ্যান্ত মানুষকে আমি মেরে ফেল্‌বো কেমন কোরে?

কিশোর। সত্যি আপনাকে ত আর রাণীকে মেরে ফেল্‌তে বল্‌ছিনে। শুধু বল্‌তে হবে "রাণী মরেছে"।

ভূদেব। ও! তুমি তাহলে "Medical Jurisprudence পড়নি বুঝি? false death certificate দিয়ে কি শেষে আমি জেলে যাবো?

কিশোর। জেলে যাবেন কেন?

ভূদেব। যদি যাই?

কিশোর। সে ভার আমার।

ভূদেব। সে ভার তোমার কি রকম ?

কিশোর। আমি বল্‌ছি জেলে যাবেন না। যদি যান তখন বল্‌বেন "হাঁ"।

ভূদেব। তখন "হাঁ" বোলে আমার লাভ ?

কিশোর। আচ্ছা, যদি জেলে যান, গেলেনই বা। এটা বুঝ্‌ছেন না ?

ভূদেব। না। সেটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

কিশোর। ভূদেব বাবু ঘাব্‌ড়াচ্ছেন কেন ? এ একটা তামাসা বৈত নয়।

ভূদেব। তোমাদের পক্ষে হ'তে পারে, আমার পক্ষে, জেলে যাওয়াটা খুব তামাসা বোলে, বোধ হচ্ছে না।

কিশোর। এটা যদি ভূদেব বাবু কর্ত্তে পারেন, তাহলে আপনাকে পুরস্কার স্বরূপ, একশটি মুদ্রা,—বুঝ্‌লেন ?

ভূদেব। ও তাই বল, এখন তুমি যা বল্‌ছো, বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি ? ঐটে আগে বোলে স্বরু কর্ত্তে হয় বাপু! —অগ্রিম ত ?

কিশোর। এই এখনি নেন না [নোট প্রদান।]

ভূদেব। বাঃ! বুদ্ধিটা এখন খাসা সাফ্ হোয়ে গেল। বোধ হচ্ছে,যে আমি একটা Newton,কি Bismark,কি gladstone bag. কি বল্‌তে হবে ?—"রাণী মোরে গিয়েছেন্!" তা সেদিন, ২০টাকার জোরে,রাণীকে অন্তঃস্বত্বা সাব্যস্ত কোরে দিইছিলাম, আজ ১০০,

টাকার জোরে আর রাণীকে মেরে ফেল্‌তে পার্ব্বো না? তা রাণীর মৃত্যুর লক্ষণ, সব প্রকাশ পাবে ত?

কিশোর। তা পাবে।

ভূদেব। আর বেঁচে ওঠ্‌বার আগে আমাকে একটা খবর দিয়ে উঠ্‌বেন অবিশ্যি?

কিশোর। তাই হবে।

ভূদেব। তথাস্তু। বাপু হে, আমরা ডাক্তার। রোগী বাঁচাতে পারি, আর না পারি, কিন্তু আস্ত জ্যান্ত মানুষ মেরে ফেল্‌তে, খুব পারি। আশ্চর্য্য শাস্ত্র—এই ডাক্তারি—বাপুহে! আশ্চর্য্য শাস্ত্র! তুমি Napoleon's Vivisection of Living and Dead Organisation বোধ হয় পড়নি? বড় আশ্চর্য্য বই! বড় আশ্চর্য্য বই! বইখান পোড়ো।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর—রাণীর শয়নঘর।

রাণী ও রাণীর সখীগণ।

রাণী। তবে, সব ঠিক্?

বাঁশি। সব ঠিক্।

রাণী। তবে, আমি এখন মরি?

বাঁশি।   হাঁ, মরো।

রাণী।   রাজা আস্‌ছে ?

মন্দিরা।   হাঁ তাঁর কাছে খবর গিয়েছে যে তুমি মোরেছো।

রাণী।   তবে আমি মলাম ?

সকলে।   মরো।

রাণী।   বেহালা !

বেহালা।   কি ?

রাণী।   আমি মরিছি।

বেহালা।   তা তোমার মরণই ভালো।

রাণী।   সারং, কাঁদ্‌ না ভাই।

সারং।   রোস, এই লুচি কখানা খেয়ে নেই [কথাবৎ কার্য্য]।

রাণী।   মন্দিরা !

মন্দিরা।   কি ?

রাণী।   রাজাকে বলিস্‌ যে আমি মরিছি।

মন্দিরা।   কি রকম কোরে ?

রাণী।   নিঃশ্বাস আট্‌কে।

মন্দিরা।   তা এ নতুন রকম মরা বটে।

রাণী।   এই আমি চাদর মুড়ি দিলাম। ঐ যে রাজা আস্‌ছে, তোরা খুব কাঁদ্‌।

সকলে   [আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।]

রাজার প্রবেশ।

বাঁশী।   হো বাজা !

বেহালা।   হে রাজা !

মন্দিরা। হা রাজা!

রাজা। কি রাণী মোলো নাকি?

বাঁশী। মোলো বৈ কি!

রাজা। কি রকম কোরে মোলো।

বেহালা। এই নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে।

রাজা। কখন?

সারং। আহা এই কতক্ষণ।

রাজা। ডাক্তার এইছিল?

মন্দিরা। তিনিই ত দেখ্‌ছিলেন। আবার তাঁরে ডাক্‌তে লোক গিয়েছেকি রাণী অমনি চোখ উল্টোলো।

রাজা। তাই ত।

বাঁশী। এমন মরণ কেউ দেখেনি গো—এই ছিল গা—

সারং। এমন মরণ কেউ দেখেনি—সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী গা—

বেহালা। এমন মরণ কেউ দেখেনি—বলবো কি রাজা—সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড়—

মন্দিরা। আর মুখে কথাটি নেই—এমন মরণ কেউ দেখেনি গো।

ভূদেবের প্রবেশ।

রাজা। এই যে ডাক্তার বাবু এসেছেন। দেখুন ত রাণী মরেছে নাকি?

ভূদেব। [রাণীকে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া।] তাই ত! মরেছেই ত। একেবারে defunct. [সখীগণকে] কখন মোলেন?

সখীগণ। এই কতক্ষণ।—ওগো আমাদের কি হবে গো ?—

ভূদেব। মরেছেন। Addison's Therapeutics এর সঙ্গে, সব symtpoms মিলে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য !

রাজা। তবে মরেছে সত্য ?

ভূদেব। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনার যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে Darwin এর Origin of Monkey-Brand Soap পড়্বেন।

[প্রস্থান।

সখীগণ। ওগো আমাদের কি হবে গো ?—

রাজা। গণকঠাকুর বলিছিল ঠিক্ দেখ্ছি। আমার আর একটা বিয়ে যেন লিখ্ছে।

কিশোরের প্রবেশ।

কিশোর। এদিকে সর্ব্বনাশ হয়েছে, ঠাকুর্দ্দা ! এদিকে সর্ব্বনাশ হয়েছে।

রাজা। আবার কি সর্ব্বনাশ ?

কিশোর। আপনার বাগান-বাড়ী লুঠ্।

রাজা। সে আবার কি। বাগান-বাড়ীর আবার লুঠ্ কি ? তার কুশন্ না কার্পেট্ না ছবি।

কিশোর। তার চেয়েও কিছু জ্যান্ত মাল।

রাজা। বলিস কি রে ? এঁ্যা—দেখি—এঁ্যা—তাই ত

[কিশোরের সহিত প্রস্থান ও সখীদিগের আর্ত্তনাদ।

পঞ্চম দৃশ্য।

ভূদেবের বৈঠকখানা।

শ্যামল অতুল যাদব এবং অনঙ্গ।

গীত।

খাও, দাও, নৃত্য কর, মনের সুখে।
কে কবে যাবিরে ভাই. শিঙে ফুঁকে॥
এক রকম যাচ্ছে যদি, যাক্ না কেটে ;
পরে যা হবার হবে, কাজ কি ঘেঁটে ?
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়া, কোমর এঁটে—হাস্যমুখে ;-
এ ভবে রাজা প্রজা সবাই সমান,—দেখ্‌লে একটু
ভেতর ঢুকে॥
আছিস্ তুই পেঁচার মত বোসে কেটা ?
যাচ্ছিস্‌ কে উড়িয়ে ধুলো—যা না বেটা ?
দুদিনে ভবের মজা, ভবের লেঠা যাবে চুকে।
বাহবা! মজাদারি! বলিহারি! বোম্ ভোলানাথ—
কপাল ঠুকে—

অতুল। বাহবা!

যাদব। Bravo!

অনঙ্গ। Excellent!

শ্যামল। তোমরা যে নিজেরা গান গেয়ে, নিজেরাই মোহিত।

অতুল। বাবা তা যদি বল, তবে বলি একটা কথা।—বলি? বলি? বলি?

যাদব। না দাদা, আর বোলে কাজ নেই।

অতুল। কেন বল্‌বো না? দুশো বল্‌বো। পাঁচশো বল্‌বো।

অনঙ্গ। ও বাৎ কভি নেহি হোগা।

অতুল। আলবৎ।

অনঙ্গ। চুপ রহো শালা।

অতুল। তুমি আমায় শালা বল্‌বে কেন?

শ্যামল। সেটা অনঙ্গর অন্যায় হয়েছে।

অতুল। অন্যায় হয়েছে। দুশো অন্যায় হয়েছে। পাঁচশো অন্যায় হয়েছে।

যাদব। ঝগ্‌ড়া করো কেন দাদা? [গীত] "খাও দাও নৃত্য করো মনের সুখে"।

অতুল। শালা বল্‌বে কেন?

অনঙ্গ। ব্যস্ করো না দাদা। মনের দুঃখে একটা কথা বোলে ফেলিছি, রাগ করো কেন দাদা? এই কাণ মল্‌ছি। [কথাবৎ কার্য্য।]

অতুল। তুমি আর যা বলো বলো, শালা বল্‌বে কেন?

গাহিতে গাহিতে ভূদেবের প্রবেশ।

দেখো, এ জীবনে ভাই, একটুকু যদি বিমল আমোদ
চাওগো,
তবে, মাঝে মাঝে মাঝে, মনরে আমার, ঢুকু ঢুকু ঢুকু
খাও রে।

যাদব। এই যে ভূদেব যে! তাই ত বলি ভূদেব নৈলে
কি জমে।

অতুল। তুমি বাপ্ তুলে গাল দিলে না কেন?
শালা বল্লে কেন?

ভূদেবের গীত।

এ জীবনে ভাই, একটুকু যদি, বিমল আমোদ চাওগো,
মাঝে মাঝে মাঝে, মনরে আমার, ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাওরে।
এই ভব মরুভূমে, সুরা জলাশয়, ঝড়ে সুরা পাকাবাড়ী।
মজারূপ বারাণসীতে যাইতে---সুরাই রেলের গাড়িরে।
জীবনটা ঘোর মেঘলা এবং গৃহিণীটি ঘোর কালো;
ভবরূপ ঘোর অন্ধকারে, এ সুরাই একটু আলোরে।
হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে, সুরারূপ এক চাবি;
বোতল খুলিলে, খুলিবে হৃদয়, তা অবশ্যম্ভাবী রে।
থাকিবে না ভেদ পাত্রাপাত্র, হিতাহিতবোধ—সেটা;
শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পড়িবে, কামক্রোধ দুই বেটা রে।

থাকিবে না কোন চক্ষুলজ্জা, রবেনা কারো ওয়াস্তা,
হবে, পরিস্কার, সুপ্রশস্ত, চুলোয় যাবার রাস্তা রে।
শোক পরিতাপ মাঝে যদি চাও, সে মহানন্দ কিঞ্চিৎ,
তবে মাঝে মাঝে মন, কোরো রসনারে, সুরাসুধারসে
সিঞ্চিত বাবা।

অনঙ্গ। বলি, নিরামিষ আর কতক্ষণ চল্‌বে ? মাংস আনাওনা।

ভূদেব। সবুর করো দাদা, সবুরে মেওয়া ফলে।

অতুল। তুমি আমায় শালা বল্‌বে কেন ?

যাদব। আনন্দ কৈ ?

ভূদেব। আস্‌ছে, আস্‌ছে, ব্যস্ত হও কেন দাদা ?

শ্যামল। বাপের আচ্ছা সুপুত্র বটে। যেই শুনেছে যে, তার বাপ্‌ একটা পরমাসুন্দরী মেয়ে মানুষ নিয়ে এসেছে, অমনি ফন্দি কল্লে যে, তাকে একদিন নিয়ে আস্‌তে হবে।

যাদব। এরেই বলে "বাপ্‌কা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া"।

মতিয়া ও বামা চতুষ্ঠয়ের সহিত আনন্দের প্রবেশ।

শ্যামল। এই যে যুবরাজ।

অনঙ্গ। সঙ্গে একেবারে পাঁচ পাঁচটি যুবরাজ্ঞী।

যাদব। সেটি কোনটি ? যেটির জরির পোষাক সেইটি না ?

ভূদেব। বাবা দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ? একচন্দ্রস্তমা হন্তি বাবা। নচ তারা গণৈরাপি। ছেলে বেলায় ঋজুপাঠে পড়া গিইছিল। [গিয়া মতিয়াকে

চুম্বনোপক্রম ও তৎ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত] কি দাদা পছন্দ হলো না বুঝি! দেখ আমার ওপরটা তত জাঁকালো নয় বটে কিন্তু ভেতরটা বড় উঁচুদরের।

শ্যামল। [ভূদেবকে ঠেলিয়া] আহা কর কি? ওকে বিরক্ত করো কেন? তুমি ত হে ভারী মুখফোঁড়।

ভূদেব। তা দাদাকে ত খুব মুখচোরা বোলে বোধ হচ্ছে না।

শ্যামল। বলি ও-ও-মাইডিয়ার।

যাদব। আহা সরো না শ্যামল, [শ্যামলকে ধাক্কা দিয়া] কি করো? ওরে বিরক্ত করো কেন দাদা? বলি ও-ও-মাই-ডার্লিং।

অনঙ্গ। বেরো বেটাচ্ছেলে [যাদবকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া] বেটা মাতাল বদমায়েস শূয়োর।—এসো তুমি আমার কাছে এসো সোনারচাঁদ! তোমার কোন ভয় নেই।

ভূদেব। [সম্মতি জ্ঞাপক ঘাড় নাড়িয়া] না ঃ—

অতুল। [চীৎকার করিয়া তাহাদের ভিতর পড়িয়া] ওগো মাগো! গেলামগো—মলামগো!

সকলে। কি রে! কি হোল কি হোল?

অতুল। কি আর হবে? একটু জায়গা কোরে নিলাম। Oh my derry derry darling. [মতিয়াকে ধরিলেন]

আনন্দ। আঃ কি কর। একে ছাড়ো বলছি! তোমরা অন্য চারটিকে নেও। এটি আমার।

অতুল। তোমার না তোমার বাবার?

আনন্দ। বাবার হোলেই আমার।

যাদব। বেটার কি logic এ জ্ঞান।

অনঙ্গ। আহা গোল করো কেন। পর্য্যায় ক্রমে চালিয়ে নেও না।

শ্যামল। হাঁ আমিও তাই বলি। দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী ছিল।

ভূদেব। লাখ কথার এক কথা। রামায়ণের উপর আর কথা নেই বাবা। ঝগ্ড়া করো কেন? ওকে নাচ্‌তে দাও, গাইতে দাও। একটু আমোদ করো।
[গীত। আহা এ জীবনে যদি ইত্যাদি।]

আনন্দ। তা বরং ভালো। গা ত মতিয়া, একটা গান গা।

মতিয়া। আমি ত গাইতে না জানি।

আনন্দ। আবার ন্যাকামি সুরু কল্লি। গা বল্‌ছি।

মতিয়া। আমার গলা ত ভেঙ্গে গিয়েছে। হামি গাইতে ত না পারি।

ভূদেব। আচ্ছা তুমি গাইতে না পারো এঁরা গান্, কুছ্-পরোয়া নেই। তুমি না হয় সঙ্গে সঙ্গে নাচো। তোমার গলাই ভেঙ্গেছে, পা ত আর ভাঙ্গেনি দাদা! গাও তোমরা—গাও রূপসীরা।

বারাঙ্গনা চতুষ্টয়ের নৃত্যগীত।

দূরে থেকে দেখ্‌তে ভালো, দেখো নয়ন মেলে।
পস্তাবে গো আরো বেশী কাছে ঘেঁষে এলে!
আমরা, হেল্‌ছি, দুল্‌ছি, তুল্‌ছি ফণা, কাল ভুজঙ্গিনী,
একান্তই মন্দ ভাগ্য, ঘেঁষে আসেন যিনি।

পাশ কাটিয়ে চলে যেও, পথে দেখা পেলে।
আমরা, নিজে পুড়ি, অন্যে পোড়াই, কেরোসিনের আলো।
দেখো ভুলে হাত দিও না,—চাহো যদি ভালো ;
জ্বল্‌বে তখন বিষম রকম, হাত পুড়িয়ে ফেলে।
আমরা যাচ্ছি বয়ে ভবের মাঝে, রূপের মহানদী,
তীরে থেকে দেখো তারে,—দেখ্‌তে চাহো যদি,
রূপতরঙ্গে ঝাঁপ দিও না, ঝাঁপ দিলে ত গেলে।

[ক্রমে সকলের নৃত্যগীতে যোগ। এমন সময়ে সপারিষদ্‌ রাজার প্রবেশ ও অবাক্‌ হইয়া নিরীক্ষণ।]

ভূদেব। ওরে রাজারে রাজা! [লুক্কায়িত]

শ্যামল। অসময়ে উদয় কেন চাঁদ ?

অতুল। বেজায় অরসিক।

অনঙ্গ। ভৈরবীতে এসে কড়িমধ্যম লাগালে!

যাদব। যাদু দেখ্‌ছো কি? একে বলে চোরের ওপর বাটপাড়ি।

রাজা। [আনন্দকে] হাঁ রে বেটাচ্ছেলে!

আনন্দ। [বিরক্তস্বরে] কি ?

রাজা। তোর এ কি আচরণ ? বেটা আহাম্মক, বেহায়া অসচ্চরিত্র!

আনন্দ। বাবা আমার কি সচ্চরিত্র!

রাজা। বেটাচ্ছেলে তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নেই ? বেটা কুষ্মাণ্ড, লক্ষ্মীছাড়া, পাজী!

আনন্দ। গাল দিওনা বল্‌ছি।

রাজা। শূয়োর, গাধা, নচ্ছার !

আনন্দ। রাগিও না বল্‌ছি। অপমান হবে।

রাজা। এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমি তোর বাবা তা জানিস ?

আনন্দ। ভারী বাবা !—অমন ঢের ঢের বাবা দেখিছি।

রাজা। ঢের ঢের বাবা দেখিছিস্ কিরে ?—ওকে ছেড়ে দে। [মতিয়ার হস্ত ধারণ।]

আনন্দ। দিলাম আর কি [বিপরীত দিকে মতিয়াকে আকর্ষণ।]

ভূদেব। এইবার শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ বেধেছে বাবা। এসময়ে Kalidas's Medical Jurisprudence অনুসারে চম্পট দেওয়াই ব্যবস্থা। [পলায়ন।

[মতিয়াকে লইয়া উভয়ের কাড়াকাড়ি, সকলের তাহাতে যোগদান, ঘোরতর গণ্ডগোল, চীৎকার ও পটক্ষেপন]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

রাজা ও পারিষদ্‌বর্গ।

রাজা। সব শালা পাজি।

পারিষদ্‌বর্গ। আজ্ঞে তা ঠিক্‌।

রাজা। আমি বুড়ো বয়সে বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছি, তাতে তোদের কি বেটারা ?

পারিষদ্‌বর্গ। তোদের কি ?

রাজা। বেটাদের ধোরে কি কর্ত্তে হয়, বল দেখি বৃন্দাবন !

বৃন্দাবন। জুতোতে হয়।

রাজা। জুতোনোটা আর এমন কি নতুন হোল।

মথুর, ও বিপিন। হাঁ এমন কি নতুন হোল।

কুঞ্জ। তা পুরোনো হলেও, দুঘা বসিয়ে দিলে লাগে মন্দ নয়।

রাজা। না তাদের ধোরে কি কর্ত্তে হয় বল ত মথুর।

মথুর। [ভাবিয়া] আজ্ঞে কুকুর লেলিয়ে দিলে হয় না।

রাজা। আঃ ছ্যাঃ।

পারিষদ্‌বর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] ছ্যাঃ।

রাজা। দেখ বেটারা ভারী বাড়ান বাড়িয়েছে। কেউ আমাকে দেখে প্রকাশ্যেই গাল দেয়, কেউ ছড়া কাটে—কেউ বা হাসে।—সব শালা পাজি!

পারিষদ্‌বর্গ। সব শালা পাজি!

রাজা। যাহোক, পাত্রী যে পাওয়া গিয়েছে!—কি বল বৃন্দাবন, এ পাত্রীটির সঙ্গে যদিও বাবাজি আনন্দর গায়ে হলুদ্ হয়ে গিয়েছে, তবু এমন বিয়েও হয়। কি বল?

বৃন্দাবন। আজ্ঞে হাঁ তার আর সন্দেহ কি?

কুঞ্জ। যুবরাজ এ বিয়েতে রাজি, মহারাজ?

রাজা। নৈলে কি বাপের সঙ্গে ঝগড়া কর্ব্বে? আনন্দ আমার তেমন ছেলে নয়। কি বল বিপিন?

বিপিন। বড় ভালো ছেলে।

রাজা। এবার পাত্রী যে হয়েছে, বুঝ্‌লে মথুর!

মথুর। ওহো হো হো!

রাজা। তার চেহারা, বুঝ্‌লে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন। আহা হা হা!

রাজা। না, চেহারাটি তত ভালো না হলেও তার রংটা বুঝ্‌লে কুঞ্জ।

কুঞ্জ। উহু হু হু!

রাজা। না রংটা খুব ফর্সা নয় বটে, তবে, তবে—

বিপিন। চেক্‌নাই আছে।

রাজা। এই যা বোলেছো। আমি ও রকম সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ফুন্দরী বুঝিনে, কি বল কুঞ্জ?

কুঞ্জ। হাঁ সর্ব্বাঙ্গ থাকলেই হোল।

রাজা। হাঁ একটা তাড়াতাড়ি চাই। আমি কি রকম স্ত্রী চাই, তা বোধ হয় তোমরা কেউ জানো না।

পারিষদ্‌বর্গ। না মহারাজ।

রাজা। তবে শোন।

[গীত]

রাজা। যদি জান্তে চাও আমি ঠিক্ কি রকম স্ত্রী চাই,
ফর্সা কি কালো কি মাঝারি রং ;
লম্বা কি বেঁটে, কি ক্ষীণা কি পীনা ;
দেখ্‌তে ঠিক্ পরী বা দেখ্‌তে ঠিক্ সং —
তাতে আমার আসে যায় না ক অধিক,
চল্‌তে জানে যদি বাঁচিয়ে ক'দিক ;
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা !"

সপারিষদ্‌বর্গ। তালে হাঃ হাঃ সে ত সোনায় সোহাগা ॥

রাজা। কপাল একরত্তি বা কপাল গড়ের মাঠ ;
ভ্রূ পুষ্পধনুঃ কি ভ্রূ যষ্টিবৎ ;
নীলাব্জনেত্রা কি সে মার্জ্জারাক্ষী ;
তা খুব যায় আসে না, আমার এ মত।
স্বামীরে কটু সে কয়না ক বেজায়,
কথায় কথায় পিতৃগৃহে, না সে যায়,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা।"

সপারিষদ্‌বর্গ। তা'লে হাঃ হাঃ সেত সোনায় সোহাগা॥

রাজা। বিম্বাধরা হোক্ কি কাফ্রীবদোষ্ঠা ;
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক ;
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্র দংষ্ট্রা ;
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক ;
—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা,"

সপারিষদ্‌বর্গ। তা'লে হাঃ হাঃ সেত সোনায় সোহাগা॥

রাজা। গজেন্দ্রগামী কি ভেকপ্রলম্ফী ;
গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক ;
বিদ্যায় বাণী কি বিদ্যায় রম্ভা ;
সর্ব্বাঙ্গ থাক কিম্বা নাই সে থাক ;—
রাখে না খোঁজ স্বামী খায় ভাং কি চরস,
ভাণ্ডারপুত্রাদি রক্ষায় সরস,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা।"

সপারিষদ্‌বর্গ। তা'লে হাঃ হাঃ সে ত সোনায় সোহাগা॥

রাজা। বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে ;
গয়না সে কদাচিৎ দুই এক খান চায় ;
খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে ;

অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায় ;—
তার উপর হয় একটু চলন সই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা,"

সপারিষদ্‌বর্গ। তা'লে হাঃ হাঃ সে—ত সোনায় সোহাগা ॥

আনন্দের প্রবেশ।

রাজা। এই যে আনন্দ।—কখন এলে বাবা?

আনন্দ। বাবা, এ ত হতে পারে না।

রাজা। এঁ—এঁ—কি হতে পারে না বাপধন?

আনন্দ। আমার সঙ্গে কনের বিয়ের সব ঠিক্ ঠাক্। আমাকে ছুতো কোরে কলকাতায় পাঠিয়ে,আমায় ভাঁড়িয়ে, আপনি তাকে বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছেন?

রাজা। বাপু হে, তোমার বিয়ের ভাবনা কি? এখনি নতুন পাত্রী দেখে দিচ্ছি। কি বল মথুর?

মথুর। এক্ষনি।

আনন্দ। আপনি নিজে নতুন পাত্রী দেখে নেন।

রাজা। তা কি কখন হয়? কি বল বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন। তা হবে কেমন কোরে?

আনন্দ। আমি ও সব বুঝিনে। আমি যখন, তাকে বিয়ে কর্ব্ব ঠিক্, তখন কর্ব্বই।

রাজা। আনন্দ তুমি কি ক্ষেপেছো, হাঁ,—কি বল বিপিন?

বিপিন। হাঁ এ ক্ষেপার লক্ষণই ত বোধ হচ্ছে।

আনন্দ। আমি ক্ষেপিছি না আপনি ক্ষেপেছেন?

রাজা। এ কি বলে মথুর! [মথুর অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।]

আনন্দ। সে যা হোক, আপনি একে বিয়ে কর্ত্তে পাচ্ছেন না। সে থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ।

রাজা। তোমার ত বাপু পিতৃভক্তির বড় অভাব দেখ্‌ছি। না, বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন। বড্ড অভাব।

আনন্দ। আর আপনারও অপত্যস্নেহ ভারী প্রবল! আমার সঙ্গে কনের গায়ে হলুদ হোয়ে গিয়েছে। আর আপনি তাকে বিয়ে কর্ব্বেন! আচ্ছা বেহায়া বাপ্‌ যা হোক!

রাজা। দেখ আনন্দ, ও রকম কোরোনা বল্‌ছি। তা যদি করো, তা হলে আমি তোমাকে ত্যজ্যপুত্র কর্ব্ব। কি বল মথুর?

মথুর। তা ভিন্ন আর উপায়?

আনন্দ। ত্যজ্য পুত্র কর্ব্বেন! আমি ও আপনাকে ত্যজ্য পিতা কর্ব্ব।

রাজা। ত্যজ্য পিতা কখন হয়? কি বল বিপিন?

বিপিন। অ্যাঁ তা, আজ পর্য্যন্ত সেটা কখন শোনা যায় নি।

আনন্দ। হোক না হোক, আপনি এ বিয়ে কর্ত্তে পাচ্ছেন না।—সোজা কথা।

রাজা। আমি তোর বাবা, তা জানিস্‌ রে বেটা?

আনন্দ। ভারী বাবা। অমন বাবা থাকার চেয়ে ভুঁই ফুঁড়ে ওঠা ভালো।

রাজা। কেন, বাবাটা কি তোমার পছন্দ হোল না? হাঁ কুঞ্জ!

কুঞ্জ। হাঁ এর চেয়ে ভাল বাবা কোথা থেকে পাবে? খাসা বাবা ত!

রাজা। দেখ আনন্দ বেরিয়ে যাও!—কি বল মথুর?

মথুর। তা, এ রকম অবস্থায়, ওঁর বেরিয়ে যাওয়াই ঠিক্ বৈ কি?

আনন্দ। বেরিয়ে গেলাম আর কি। আপনি বেরিয়ে যান।

রাজা। তবে রে পাষণ্ড! [পুত্রকে প্রহার]

আনন্দ। বটে! [পিতাকে প্রহার]

[পিতাপুত্রে যুদ্ধ, পারিষদ্‌দিগের সভীতি ব্যাকুল দৃষ্টি]

রাজা। উঃ বাবারে—ও মথুর—বিপিন—ওঃ!

আনন্দ। খিম্‌চো না বল্‌ছি।—উঃ!

কিশোরের প্রবেশ।

কিশোর। একি! একি! [ছাড়াইয়া দিলেন।]

রাজা। দেখ ত ভাই, মেরে পিষে দিয়েছে দেখ।

আনন্দ। আপনিই ভারী রেয়াৎ করেছেন কি না! গাময় খিম্‌চেছে গো!

কিশোর। ছি! লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি?

আনন্দ। বল্‌বে আর কি? বল্‌বে অমন বাপের মুখাগ্নি কর্ত্তে হয়।

রাজা। মর্ব্বার আগেই?

কিশোর। বিবাদটা কি নিয়ে?

রাজা। এই—আমাকে বিয়ে কর্ত্তে দেবে না।

আনন্দ। কেন দেবো? আপনি অন্যত্র পাত্রী খুঁজে নেন না।

রাজা। আচ্ছা বলত ভাই, তুমিই বিচার করো।

আনন্দ। আচ্ছা বলত বাবা, তুমিই বিচার করো।

কিশোর। এ ত আপানারা বেশ গোলযোগ পাকিয়েছেন দেখ্‌ছি। এখন কি কর্ব্বেন ঠিক্ করেছেন।

আনন্দ। তাই নিয়েই ত গোল।

রাজা। ঐটেই ত মীমাংসা হচ্ছে না।

কিশোর। আচ্ছা আমি বিচার কচ্ছি। [গিয়া উচ্চাসনে বসিলেন] আপনারা বোধ হয় দুজনেই এটা বুঝ্‌তে পাচ্ছেন যে পাত্রীটির সঙ্গে আপনাদের দুজনেরই বিয়ে হ'তে পারে না?

উভয়ে। হাঁ তা ত দেখতে পাচ্ছি।

কিশোর। অথচ একজনের সঙ্গে বিয়ে হোলে, অপরের তার উপর আর কোন দাবীই থাকে না।

উভয়ে। তা ত বটেই।

কিশোর। অথচ তাকে পর্য্যায়ক্রমে যে ভোগ দখল করেন—যেমন দ্রৌপদার পঞ্চস্বামী ছিল—সে রকমও হয় না।

উভয়ে। না না, তা কি কখন হয়?

কিশোর। তবে আমার এই রায় যে,"জোর যার মুল্লক তার"।

[প্রস্থান।

রাজা। কি বল বাপু?

আনন্দ। আপনি কি বলেন?

রাজা। আমি এ বিয়ে কর্ব্বই।

আনন্দ। আমি এ বিয়ে কর্ত্তে দেবোই না।

রাজা। আচ্ছা দেখো করি কি না।

আনন্দ। আচ্ছা দেখি কেমন করেন। [প্রস্থান।

রাজা। ছোঁড়াটার মৎলব ভাল বোধ হচ্ছে না। কি একটা কর্ব্বে যেন। এ পাত্রীকে তাই বোলে আমি ছাড়্তে পাচ্ছিনে। যাক্, দুর্গা বোলে ত ঝুলে পড়ি, তার পর যা হয়।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মহারাজ!

রাজা। কি, কাঁপছিস যে!

ভৃত্য। আমাদের রাণীমশয়—

রাজা। রাণী কি হয়েছে? সে ত মরেছে।

ভৃত্য। এজ্ঞে না। রাণী আবার বেঁচে উঠেছে। বেঁচে উঠে বাড়ির মধ্যে লুচি খাচ্ছে।

পারিষদ্‌বর্গ। [সভয়ে] রাম রাম রাম রাম রাম!

রাজা। সে কিরে!

ভৃত্য। এজ্ঞে!

রাজা। "এজ্ঞে" কি? মরা মানুষ কখন বাঁচে? কি বল কুঞ্জ!

কুঞ্জ। হাঁ সপত্নী সম্ভাবনা শুনে মরা স্ত্রীকেও বেঁচে উঠ্তে শোনা গিয়েছে।

রাজা। এ রকম কখন হয় মথুর?

মথুর। আজ্ঞে তা হবে কেমন কোরে।

রাজা। আমি এখন বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছি—এমন অসময়ে—

বিপিন। তোদের রাণী কি আর বেঁচে উঠ্‌বার সময় পেলে না রে বেটা!

ভৃত্য। তা মুই কি কর্ব্ব। মোরা কত মানা কল্লাম, শুন্‌লো না। তড়াক্ কোরে বেঁচে উঠে, লুচি খেতে নাগ্‌লো।

কুঞ্জ। কার হুকুমে সে বাঁচে? আর যদিই বা বাঁচে, এ রকম বেমক্কা, কোন খবর না দিয়ে বাঁচে কেন?

রাজা। আমি শুন্‌তে চাই না। ডাক্তারে বোলে গেল মরেছে।—এ সব আমাকে বিয়ে কর্ত্তে না দেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছে। যাঃ, আমি কিছু শুন্তে চাইনে। এই চল্লাম আমি বিয়ে কর্ত্তে। কে ঠেকায় দেখি।

[সরোষে প্রস্থান, পশ্চাতে পারিষদ্‌বর্গের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান--রাজার বাটীর বাগান।

কিশোর একাকী।

কিশোর। মরি মরি কি সাঁওতালী গড়ন! কি রং—যেন potassium ferro cyanide. কি চেহারা! যেন বড় মামার মেয়ে। আহা কৈ, সে কৈ? হে লতা! কৈ—

আমার প্রেয়সী কোথায় বলে দাও। হে ঝোপ! তুমি কি আমার প্রিয়তমাকে লুকিয়ে রেখেছ? যদি রেখে থাক তবে তাকে বার করে দাও। হে পগার! দাও দাও আমার প্রাণেশ্বরীকে এনে দাও—উহু উহু—[নেপথ্যে গীত] ঐ যে আস্‌ছে দেখ্‌ছি। হৃদয় শান্ত হও।—

[গাইতে গাইতে শেফালিকার প্রবেশ]

কে পারে নিবারিতে হৃদয়েরি বেদনা,
সে বিনে, নিজ করে দিয়াছে যে তাহারে?
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে বারে, যে তারে গেছে প্রাণে ঘিরি, সে বিনে?
নাহি আর মধু রে, মধুর অধরে,
শরত চাঁদিমা চরণে লুঠায়, অনাদরে।
হাসে কি গগন ঘন ঘন আবরিলে তারে?
বিফলে চন্দ্রমা রবি তারাভায় তায় রে।

কিশোর। আমি কি করি? আমিও বেড়িয়ে বেড়িয়ে একটা soliloquy করি।—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকা রমণ;
চল সখি ত্বরা করি, হেরি গো প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন;

চাতকী আমি সজনি, শুনি জলধর ধ্বনি, কেমনে ধৈরজ
ধরি থাকিলো এখন ?
থাক্ মান থাক্ কুল, মনতরী পাবে কুল"—আহা হা
তারপরতারপর ?

শেফালিকা। এবার ত পাখী পড়্ছে ঠিক্!

কিশোর। "কি বলিব কি বলিব কেন ভালবাসি"।—
"জনম জনম হাম, রূপ নেহারিনু।—
নয়ন না তিরপিত ভেল"।—
"তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি
যুগে যুগে নিরন্তর"।—

শেফালিকা। এবার বেশ পড়্ছে। পড় বাবা আত্মারাম পড়! পড়!

কিশোর। "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।
তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল কেমনে নিভাই রে।"

শেফালিকা। [স্বগত] এখন ধর্ব্ব না কি? না—একটু রোয়ে বোসে।—[অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে] ওঃ! আপনি এখানে! [ফিরিয়া যাইতে উদ্যত]

কিশোর। ওঃ! আপনি? মাপ্ কর্ব্বেন। [বিপরীত দিকে যাইতে উদ্যত।]

শেফালিকা। না যাওয়া হলো না। [ফিরিয়া আসিলেন] দিদির ফুলের তোড়া তৈরি কোরে নিয়ে যেতে হবে; নৈলে রাগ কর্ব্বে। [পুষ্পচয়ন]

কিশোর। না আমারও দেখ্‌ছি যাওয়া হোল না। [প্রত্যাবর্ত্তন] Botany টা শেষ না করে যাওয়া হচ্ছে না।

শেফালিকা। বাঃ কি সুন্দর গোলাপ!

কিশোর। এটা দেখ্‌ছি Convolvulus grandiflorus.

শেফালিকা। এটার পাঁপ্‌ড়ি জলে ঝরে গিয়েছে। এটা কি সুন্দর মুকুল! আহা গোলাপে যদি কাঁটা না থাক্‌তো—

কিশোর। Wallflower. Flora, actinomorphic, cruciform. Calyx; Polysepalous. Corola; Polypetalous—

শেফালিকা। আমার ফুল তোলা হয়েছে।

কিশোর। হুঁ—আমার পড়া মুখস্থ হয়েছে।

শেফালিকা। এখন যাই [যাইতে উদ্যত]।

কিশোর। এখন যাওয়া যাক্ [বিপরীত দিকে গমন]।

শেফালিকা। পথে একটা কাঁটার ঝোপ্‌ও নেই যে কাপড়ে বাধে, তাহলেও না হয় ছুতো করে একটু রোয়ে বোসে যাওয়া যেত।

কিশোর। আহা পথে একটা গরুও নেই যে তাড়া করে, তাহলেও না হয় ঐ দিকে ছুটে গিয়ে শেফালিকার ঘাড়ে পড়া যেত।

শেফালিকা। [স্বগত] আমার কথাটা শুন্তে পেয়েছে বোধ হয়। [প্রকাশ্যে] বাঃ! এখানে বেশ হাওয়া ত, একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে হাওয়া খেয়ে নেই।

কিশোর। এই জায়গায় খাসা হাওয়া ত। মাথাটাও ভারী

ধরেছে। বাঃ! সেটা এতক্ষণ মনে হয় নি। একটু মাথাটা ঠাণ্ডা করে নেই।

শেফালিকা। ও! আপনি আমাকে ডাক্‌ছেন?

কিশোর। ও! আপনি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন?

শেফালিকা। তা এতক্ষণ বল্লেই হোত।

কিশোর। হাঁ এতটা সময় বৃথা গেল।

শেফালিকা। ও কিশোর! কিশোর! কিশোর!

কিশোর। ও শেফালিকে! শেফালিকে! শেফালিকে!

শেফালিকা। আমি ত রাজি!

কিশোর। আমিই বা কোন গর রাজি?

শেফালিকা। ওঃ!

কিশোর। আঃ!

[পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ]

তৃতীয় দৃশ্য।

ভূদেবের বৈঠকখানা।

ইংরাজিবেশপরিহিত ভূদেব, শ্যামল, অতুল, যাদব ও অনঙ্গ।

অনঙ্গ। ওহে ডাক্তার রাণী মরেছে ত ঠিক্।

ভূদেব। যতদূর সম্ভব।

অতুল। মরার আবার যতদূর সম্ভব কি?

ভূদেব। ও! তুমি বুঝি তবে Huxley's Synthesis of Horse-radish পড়নি? মরণ দুই প্রকার।

অতুল। কি কি রকম?

ভূদেব। এই পুরুষের মরা—মোলো ত ব্রহ্মার বাপের সাধ্যি নেই যে তাকে বাঁচায়। আর স্ত্রীলোকের মরণ—কথায় কথায় "মর," "মরিছি," "মরণ হয় ত বাঁচি" ইত্যাদি। তার বড় কোন অর্থ নেই।

যাদব। তবে রাণী সত্যি সত্যি মরেনি।

ভূদেব। আমি ত দেখেছিলাম, যে দাঁত মুখ সিঁটকে পড়ে' রয়েছে, তার পর না মরে' থাকে ত তার দোষ।

অতুল। তবে ত তুমি খুব ডাক্তার হে। মানুষ মরেছে কি বেঁচে আছে ঠিক কোরে বল্‌তে পারো না।

ভূদেব। দাদা এবার আর চালাকি নয়। একশ টাকা দিয়ে আমেরিকা থেকে "এম, ডি" টাইটেল আনিইছি। এতদিন বেটারা আমাকে গ্রাহ্যই করে নি। এখন থেকে মানুষ মার্ব্ব আর গালে চড় দিয়ে পয়সা নেব। কিছু বলবার যো নেই—এম, ডি।

অনঙ্গ। ও!—তাই বুঝি আজকাল এই সং সাজ।

ভূদেব। [গীত]

Hily hily hily ho tara la la la la le
Foldi roldi roldi ra hily hily hily hi.—

অনঙ্গ। আবার ইংরাজী গানটাও আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি!

ভূদেব। বাবা আর চালাকি না। "এম, ডি।"

শ্যামল। রাজা আবার বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছে না কি হে ?

ভূদেব। যাচ্ছে কি ! গিয়েছে। Going, going, gone

যাদব। আজ যে মুখে ইংরিজির তুবড়ি ছুট্‌ছে।

আনন্দগোপালের প্রবেশ।

শ্যামল। কি হে যুবরাজ ?

যাদব। যুবরাজ সেলাম ! [পদদ্বয় দিয়া সেলাম]

অতুল। যুবরাজ্ঞী হবার দেরি কত ?

অনঙ্গ। কি ইয়ার ! খবর কি ? মুখখানা যে ভার ভার ঠেক্‌ছে। ঘুম থেকে উঠ্‌লে, না নেশার জের এখনো চলেছে।

আনন্দ। যাও তোমাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত ! [দূরে গিয়া উপবেশন]

শ্যামল। কোন্ পর্য্যন্ত ?—

অতুল। বলি অত তফাতে বস্‌লে কেন।

যাদব। [গীত] সখি বদন তুলে—

অনঙ্গ। গুড়ুক খাও।

আনন্দ। যাও। আমি তোমাদের জন্যে এত করি। আর আমার একটা দরকার হ'লে তোমাদের কাছে কোন উপকার পাওয়া যায় না।

শ্যামল। বলি ব্যাপার খানাটা কি খুলে বল না ছাই।

আনন্দ। বাবার কীর্ত্তিটা শুনেছ ?

শ্যামল। শুন্‌লাম !

অনঙ্গ। পাত্রীর এমন কি দুর্ভিক্ষ পড়েছে, যে তোমার বাবা তোমাকে বেদখল কচ্ছেন।

আনন্দ। বাবা বলেন যে তাঁর একটা তাড়াতাড়ি দরকার। তবু তাঁর চারবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, আর আমার একবারও হয়নি। [ক্রন্দনোপক্রম]

যাদব। আহা বাছারে!

শ্যামল। বিয়ে কর্ত্তে গিয়েছে নাকি?

আনন্দ। [সরোদনে] হাঁ।

অতুল। আজ যে ত্র্যহস্পর্শ বিয়ে হবে কেমন কোরে?

আনন্দ। তা পণ্ডিতে মত দিয়েছে।

অনঙ্গ। সেও তেমনি পণ্ডিত বোধ হয়।

আনন্দ। এক্ষণি আমার সঙ্গে মারামারি পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে। তোমরা যদি আমায় সাহায্য করো।

যাদব। আচ্ছা তুমি কিছু ভেবোনা বাছাধন। এ বিয়ে যদি বন্ধ না করি, তাহলে আমার নাম যাদব চাটুর্য্যেই নয়। চল হে চল।

অতুল। কি কর্ব্বে! বেটাকে সীতাহরণ কর্ব্বে না কি?

অনঙ্গ। বেশ! বেশ! আমি তাই ভাবছিলাম, যে বৃষ্টি বাদলার দিনটা, কি করা যায়!

শ্যামল। বেশ! বেশ! বেটা কিন্তু আচ্ছা তুখড়।

অনঙ্গ। বেটার বিয়ে করা কি আর ফুরোবে না? এ যে arithmatical progressionএ চলেছেই চলেছে। —চল। [উত্থান]

অতুল। সে বেটার কথা কও কেন? বেটা আহাম্মক নির্লজ্জ পাজি! নৈলে ছেলের মুখথেকে পাত্রী কেড়ে নেয়? চল [উত্থান]।

যাদব। এরেই বলে বেহদ্দ বেহায়া।—চল [উত্থান]।

ভূদেব। না দাদা [গীত —

এরেই বলে প্রেম।

যখন থাকেনা future এর চিন্তা থাকেনাক shame.

যখন—বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ,

যখন past all surgery আর যখন past all hope,

তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারী tame.

দুপর—রাত্তির কিম্বা দিন,

ঝড় কি বৃষ্টি রদ্দুর,—when it doesnt care a pin,

হোক্ সে কাফ্রী কিম্বা ম্যাম ;—

মুচি মুদী মুদ্দফরাস ;—it doesn't care a d—n

Blind কি deaf কি dumb কি bald

কি hunchback কিম্বা lame.

রাস্তায় সর্প কিম্বা ব্যাং ;

বাঘ কি ভালুক পাহাড় বন,—it doesn't care a hang ;

কাজটি অন্যায় কিম্বা ঠিক্,

ঠাট্টা কিম্বা নিন্দা হোক,—it doesn't care a kick ;

স্বর্গে কিম্বা চুলোয় যাই—when it's very much the same.

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

বিবাহ মণ্ডপ।

পুরস্ত্রী পরিবৃত রাজা।

১ম পুরস্ত্রী। ওমা! এই বুড়ো বর!

২য় পুরস্ত্রী। ওমা! এর তিন কাল গেছে, এক কালে ঠেকেছে·

৩য় পুরস্ত্রী। এমন বরেও বিয়ে দেয়?

১ম পুরস্ত্রী। এরা চাঁড়াল গো! মেয়ে বিক্রী করে।

৩য় পুরস্ত্রী। কত টাকা দিয়েছে গা?

২য় পুরস্ত্রী। কে জানে?

১ম পুরস্ত্রী। মেয়ে কৈ গা?

৪র্থ পুরস্ত্রী। এত গোল কর কেন বাছা! ও মধুর বৌ কুলো কৈ?

৫ম পুরস্ত্রী। সিঁদুর?

২য় পুরস্ত্রী। ওমা! বরের টোপর কি ঐ! ও যে গাধার টুপি।

৫ম পুরস্ত্রী। বলি মেয়ে কৈ? ও শ্যামার মা! বর কতক্ষণ সঙের মত খাড়া থাক্‌বে?

৩য় পুরস্ত্রী। ওমা। বরের মুখের একদিক যে সাদা আর একদিক যে কালো। বরকে চূণ কালি মাখিয়ে দিলে কে?

১ম পুরস্ত্রী। তাইত গা! এযে এক সং! পোড়া কপাল!

৫ম পুরস্ত্রী। সুকুমারীর কপালে কি শেষে এই বুড়ো বর ছিল ?

৪র্থ পুরস্ত্রী। তোমরা একটু চুপ করো বাছা। বধি ও নিস্তা-রিণী ! মেয়ে কৈ—

[কন্যকর্ত্তার কন্যা আনয়ন।]

৩য় পুরস্ত্রী। এই যে মেয়ে এসেছে।

১ম পুরস্ত্রী। পুরুত ঠাকুর মন্তর আওড়াও।

৪র্থ পুরস্ত্রী। ও বুঝি রাজার পুরুত ঠাকুর! বাবা চেঁচাচ্ছে দেখ।

১ম পুরস্ত্রী। বলি ও বাছা, বাইরে বাজনা বাজাতে বলোনা।

[মন্ত্রপাঠ, হুলুধ্বনি ভিতরে শঙ্খ ও বাহিরে বাদ্য ; সকলেই সসব্যস্ত ; ইতিমধ্যে সসহচরবগ আনন্দগোপালের প্রবেশ।]

আনন্দ। বাবা এ কি রকম ?

রাজা। কেন বাবা !

আনন্দ। আসন ছাড়ো, এ মেয়েকে আমি বিয়ে কর্ব্ব !

রাজা। আঃ, বিরক্ত কর কেন বাপু।

আনন্দ। আসন ছাড়ো।

রাজা। আঃ,বাবা তোমার আবার মেয়ে দেখে দেব অখনি।

শ্যামল। ও কি সহজে ছাড়বে ?

অতুল। বুড়োর লজ্জা নেই।

রাজা। আহাঃ, আমার বিয়েটি হয়ে যাক্, পরে যা কর্ব্বার কোরো।

শ্যামল। বেটাকে ঢুঘা দিয়ে দেবো নাকি ?

অতুল। পাক্‌ড়াও বেটাকে! ওহে অনঙ্গ তোমার গায়ে ত জোর আছে?

যাদব। হাঁ, বেটাকে সীতাহরণ করো।

রাজা। আহা সবুর করোনা!

[সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রাজাকে বাহিরে লইয়া গেলেন এবং আনন্দগোপাল **বিবাহমঞ্চে** দণ্ডায়মান হইলেন।]

১ম পুরস্ত্রী। ওমা এ কি গো?

২য় পুরস্ত্রী। এমন ত কেউ দেখিনি!

৩য় পুরস্ত্রী। এ যে দক্ষযজ্ঞ নাশ!

৫ম পুরস্ত্রী। এখন আর কি হবে! এই ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দাও। এর সঙ্গেই ত বিয়ের ঠিক হইছিল।

৪র্থ পুরস্ত্রী। আহা গোল কর কেন বাছারা। নেও পুরুতঠাকুর মন্তর আওড়াও। এরই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে

[পুরোহিত আবার মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন; পুনরায় হুলুধ্বনি, বাদ্য ও কোলাহল। এমন সময়ে রাজার পারিষদ্‌বর্গ প্রবেশ করিয়া আনন্দকে উঠাইয়া লইয়া যাইলেন]

১ম পুরস্ত্রী। ওমা এ আবার কি গো?

২য় পুরস্ত্রী। এ মেয়ের বিয়ে হবে না।

৩য় পুরস্ত্রী। তাইত, তবে কি হবে?

৫ম পুরস্ত্রী। কি আর হবে?

৪র্থ পুরস্ত্রী। পুরুত ঠাকুর, মিছে মন্ত্র আওড়াচ্ছো কেন?

পুরোহিত। তাইত, [কন্যা কর্ত্তাকে] বর কৈ ?

কন্যাকর্ত্তা। তা কি জানি।

পুরোহিত। বিয়ের লগ্ন যে অতীত হয়।

কন্যাকর্ত্তা। তা কি কর্ব্ব ?

পুরোহিত। এর পরে কিন্তু এ মেয়ের বিয়ে হোতে পারে না।

কন্যাকর্ত্তা। তবে কি হবে ?

কিশোরগোপালের প্রবেশ

কিশোর। এত হট্টগোল কিসের ?

১ম পুরস্ত্রী। এ কে ?

২য় পুরস্ত্রী। এই ত রাজার নাতি।

৩য় পুরস্ত্রী। এর বিয়ে হয়েছে ?

৪র্থ পুরস্ত্রী। না ওর বিয়ে হয়নি।

১ম পুরস্ত্রী। [কন্যাকর্ত্তাকে] তবে এর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দাও না।

কন্যাকর্ত্তা। [কিশোরকে] বাপু তুমি যদি অনুগ্রহ কোরে আমার মেয়েকে বিয়ে করো।

কিশোর। কেন রাজা কোথায় ?

কন্যাকর্ত্তা। কতকগুলো মাতাল এসে, তাঁকে ধোরে নিয়ে গিয়েছে।

১ম পুরস্ত্রী। তুমি বাছা একে বিয়ে করো।

কিশোর। তা কি কখন হ'তে পারে ?

৩য় পুরস্ত্রী। তা বেশ হয় বাছা।

কিশোর। না না, আমি ও মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে যাবো কেন ?

৩য় পুরস্ত্রী। আহা তাহলে, যেমন মেয়ে তেমনি বর হয় বটে। বরের কি রূপ ?

২য় পুরস্ত্রী। আহা যাকে বল্‌তে হয়।

৪র্থ পুরস্ত্রী। তোমারি বাপু এ বিয়ে কর্ত্তে হবে।

কিশোর। এ রকম তাড়াতাড়ি কখন বিয়ে হয় ?

৫ম পুরস্ত্রী। বেশ হয়—পুরুত ঠাকুর, মন্ত্র আওড়াও ;—বাইরে বাজনা বাজাতে বল।

[পুরোহিত পুনরায় মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন্। পুনরায় শঙ্খ, হুলু ধ্বনি ও বাহিরে বাদ্য।]

১ম পুরস্ত্রী। [কন্যাকর্ত্তাকে] আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন।

কিশোর। এ কি ধোরে ভদ্রে ?—

কন্যাকর্ত্তা। বাপু হে ! [হাত যোড় করিলেন]

কিশোর। বলি কথাটা শুনুন —

কন্যাকর্ত্তা। সে আর বল্‌তে হবে না। পুরুতঠাকুর আমাকে এখন কি কর্ত্তে হবে ?

কিশোর। কিন্তু -

পুরোহিত। আপনি শীঘ্র কন্যা সম্প্রদান করুন।

[কিশোর পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিলেন। পুরস্ত্রীরা তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিতে লাগিলেন।]

কিশোর। এ যে গোবধ।

কন্যাকর্ত্তা। [করযোড়ে] বাপু হে !

পুরোহিত। [মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে] এখন শীঘ্র কন্যা সম্প্রদান করুন।

কন্যাকর্ত্তা। আমায় কি বল্‌তে হবে ?

পুরোহিত। বলুন 'আমি কন্যা সম্প্রদান করিলাম'।

কন্যাকর্ত্তা। এই কন্যা সম্প্রদান করিলাম।

পুরোহিত। যাক বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

কিশোর। অগত্যা।

[রাজার প্রবেশ।]

রাজা। এই যে আমি এয়েছি।

আনন্দ গোপালের প্রবেশ।

আনন্দ। এই যে আমিও এইছি।

কিশোর। আর ঝগড়া কোরে কি হবে ? কনের বিয়ে হয়ে' গিয়েছে।

রাজা ও আনন্দ। হয়ে গিয়েছে !! কার সঙ্গে ?

কিশোর। এই আমার সঙ্গে।

আনন্দ। হাঁরে বেটাচ্ছেলে।

কিশোর। কি কর্ব্বো মেজো কাকা ? এরা জোর কোরে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

[ব্যস্তভাবে শেফালিকার প্রবেশ]

আনন্দ। কে হে ? ঘাড়ে পড় যে।

কিশোর। হাঁ উনি এখন আপনার ঘাড়েই পড়লেন।

আনন্দ। কি রকম ?

কিশোর। এই আপনি ওঁকেই বিয়ে কর্ব্বেন। আপনার বেশী কিছু কর্ত্তে হবে না। আমি courtship টোর্ট-

শিপ্ সব কোরে রেখিছি। সে বিষয়ে কোন কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হবে না। শুধু বিয়ে কল্লেই হবে।

আনন্দ। কি ? এঁকে ?

কিশোর। এঁকে নয় ত আর কাকে ?

আনন্দ। [মস্তক কণ্ডুয়ণ সহকারে] অগত্যা !

রাজা। আর আমি ?

কিশোর। আপনার ভাবনা কি ঠাকুর্দ্দা, এ মেয়ে আমি বিয়ে করাও যা, আপনি করাও তাই।—একই কথা।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। কি রাজা !

রাজা। কি রাণী ! তুমি ?

রাণী। হাঁ আমি নয়ত আর কে ?

রাজা। তুমি মরনি ?

রাণী। রাজা আমাদের কৈ মাছের প্রাণ। মোরেও আমাদের মরণ নেই।

কিশোর। তবে ঠাকুর্দ্দা আপনি আর কি কর্ব্বেন ? আপনার বিয়ে কর্ব্বার সথ হয়েছে ? এই রাণীকেই না হয় আর একবার বিবাহ করুন।

রাজা। [মস্তক কণ্ডুয়ন সহকারে] অগত্যা।

ভূদেবের প্রবেশ।

রাজা। কি ডাক্তার বাবু। রাণী ত মরেনি দেখ্‌ছি !

ভূদেব। আলবৎ মরেছে।

রাণী। মরিছি কি রকম? জলজ্যান্ত বেঁচে রইছি।

ভূদেব। আমি নাড়ি দেখে দেখ্‌লাম আপনি মরেছেন আর আপনি বোল্লেই বিশ্বাস কর্ব্ব যে মরেন নি?

কিশোর, আনন্দ ও রাজা। মরেছে বটে! [ভূদেবকে প্রহার]

ভূদেব। বাবা, রাণী মরেনি ত মরেনি। তা আমি কি কর্ব্ব? বাবা একেবারে তিন পুরুষে এক যোট হোয়ে মাচ্ছ যে! ছেড়ে দে, আঃ ছাড় না। উঃ বাপ্‌রে, মোরে গেলাম যে।

রাজা। যাক্ সব ভেস্তে গেল!

ভূদেব। জানি!—যখন বাপ বেটা নাতি তিনপুরুষ একসঙ্গে জুটে ত্র্যহস্পর্শ হয়েছে, তখন একটা বিভ্রাট না হয়ে যায় না।

রাণী। হায়, প্রেমের কি এই পরিণাম?

ভূদেব। হাঁ প্রেম একটা আশ্চর্য্য ব্যামো। আশ্চর্য্য! বিয়ে হওয়ার বছর দুই পরেই সেরে যায়! Ruskin এর Patholgy তে লিখছে —

রাজা। যাও তোমার আর ফাজলামি কর্ত্তে হবে না।

সকলের গীত।

প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার প্রেমিক মজার জিনিষ।
ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলে আমি ত একটা কিনি,
বোধ হয় তুইও একটা কিনিস্।
প্রথম মিলনেরি চুম্বনেতে জীয়ন্তে মরা,
আর হাতে স্বর্গ প্রাপ্তি তারে বক্ষেতে ধরা,

—দেখে ধরারে সরা (মরি হায়রে)·—
ওরে ভ্যাবিস কি রে এমনি গো তার থাক্‌বে চিরদিন,—ঈস ;
কত “ভালবাসো ?” “ভাল বাসি।” “বাসো ?” “কত খানি” ?
কত ছাই ভস্ম মাথামুণ্ড কতই না জানি,
মিঠে মিঠে মৃদু বাণী (মরি হায়রে হায়)
এই রকম হলে তাকে নতুন প্রেমিক বলে চিনিস।
প্রথম বিরহেতে অনিদ্রা আর ওহো ! হা হুতাশ !
আর আহা উহু হুঁ হুঁ—যেন হোল যক্ষা কাশ,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস (মরি হায়রে হায়)—
শেষে বিরহেতেই হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বাঁচবে তা দেখে নিস।
কত “জীবন বল্লভ” “নাথ” “প্রভু” “প্রাণেশ্বর”,
কত “প্রিয়তমে” “প্রাণেশ্বরী” তাহারি উত্তর,
লেখালেখি নিরন্তর (মরি হায়রে হায়)
এই প্রিয় সম্বোধন সব শেষে “ওগো শোন,”য়ে ‘ফিনিশ’

[যবনিকা পতন]

সম্পূর্ণ